মধ্য-লীলা।

নবম পরিচ্ছেদ

নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্রসহস্র তীর্থ কৈল দরশন॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নানামতমেব গ্রহঃ কুম্ভীর স্তেন গ্রস্তান্ গিলিতান্ দাক্ষিণাত্যাঃ দক্ষিণদেশস্থাঃ জনা এব দ্বিপাঃ হস্তিন স্তান্ কৃপৈব অরিশ্চক্রং তেন। কৃপাধিনেতি পাঠে বন্ধনং ব্যসনং চেতঃ পীড়াধিষ্ঠানমাধয় ইতি নানার্থাৎ কৃপায়া আধিনা আক্রমণেন অত্রাধিষ্ঠানমাক্রমণমিতি নানার্থ টীকা। ব্যসনং ব্যবসায়ঃ কৃপাধিনা কৃপাব্যবসায়েন বা। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। মধ্যলীলার এই নবম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ, তদ্দেশবাসী নানা মতাবলম্বী লোকদিগকে বৈষ্ণব-করণ এবং নীলাচলে পুনরাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। সঃ গৌরঃ (সেই শ্রীগৌরচন্দ্র) নানামত-গ্রহগ্রস্তান্ (নানাবিধমতরূপ কুম্ভীরের গ্রাসে পতিত) দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ (দক্ষিণদেশবাসি-জনসমূহ রূপ হস্তিগণকে) কৃপারিণা (কৃপারূপ চক্রদ্বারা) বিমুচ্য (বিমুক্ত করিয়া) এতান্ (তাহাদিগকে) বৈষ্ণবান্ (বৈষ্ণব) চক্রে (করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু নানাবিধ-মতরূপ কুম্ভীরের গ্রাসে পতিত দক্ষিণদেশীয়-জনসমূহরূপ হস্তিগণকে কৃপারূপ চক্রদ্বারা বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। ১

নানামতগ্রহগ্রস্তান্—সাঙ্খ্য, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি নানাবিধ মত রূপ গ্রহ বা কুম্ভীর, তদ্দ্বারা গ্রস্ত বা কবলিত হইয়াছে যাহারা, তদ্রূপ **দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্**—দাক্ষিণাত্যবাসী জনসমূহরূপ দ্বিপ (বা হস্তি) সমূহকে। **কৃপারিণা**—কৃপারূপ অরি (বা অস্ত্র) দ্বারা বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিলেন প্রভু। হস্তীর শুঁড়কে যদি কুম্ভীরে গ্রাস করে, তাহা হইলে হস্তীর আর সহজে নিস্তার নাই; তদ্রূপ, বিচারবুদ্ধিহীন সাধারণ লোক যদি বৌদ্ধ-জৈন-আদি নানাবিধ মতাবলম্বীদের কবলে পতিত হয়, তাহাদের সেই মোহ কাটানও সহজ নয়। তাই, এই শ্লোকে নানামতকে কুম্ভীরের সঙ্গে এবং দক্ষিণদেশবাসী জনসমূহকে হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। প্রভু কৃপা করিয়া সেই সমস্ত লোকের মতি ফিরাইয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিলেন; চক্রদ্বারা কুম্ভীরের কবল ছাড়াইয়া যেমন হস্তীকে মুক্ত করা যায়, তদ্রূপ প্রভুও কৃপা করিয়া নানামতের কবল হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন; তাই কৃপাকে চক্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছদের বর্ণনীয় বিষয়ই সূত্রাকারে উল্লিখিত হইয়াছে।

২। **দক্ষিণ গমন**—দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। **বিলক্ষণ**—অদ্ভুত; অসাধারণ।

সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সে-ই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥ ৩
তীর্থ-যাত্রায় তীর্থ-ক্রম করিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি ॥ ৪
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ ৫
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন।
যে-গ্রামে যায় সেই গ্রামের যতজন ॥ ৬
সভেই বৈষ্ণব হয়—কহে 'কৃষ্ণহরি'।
অন্যগ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি ॥ ৭
দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহো জ্ঞানী, কেহো কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥ ৮
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে।
নিজনিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে ॥ ৯
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহো তত্ত্ববাদী, কেহো হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥ ১০
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল—লয় কৃষ্ণনামে ॥ ১১

তথাহি—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্ ॥ ২

এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই কৈল তাহাঁ স্নান ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৩। দাক্ষিণাত্যে যত তীর্থ ছিল, প্রভু প্রায় তৎসমস্তই দর্শন করিয়াছেন; প্রভুর চরণস্পর্শে সে সমস্ত তীর্থ মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। **সেই ছলে** ইত্যাদি—সে সমস্ত তীর্থ-দর্শনের ছলে প্রভু দক্ষিণদেশীয় লোকদিগেরই উদ্ধার সাধন করিলেন।

৪। **তীর্থক্রম** ইত্যাদি—প্রভু কোন্ তীর্থের পরে কোন্ তীর্থে গিয়াছেন, যথাক্রমে তাহা বলা সম্ভব নহে; কারণ, **দক্ষিণ-বামে** ইত্যাদি—কোনও একটী তীর্থ দর্শন করিয়া তাহার ডাইনদিকের তীর্থে হয়তো গিয়াছেন, তাহা হইতে হয়তো আবার উক্ত তীর্থের বামদিকের কোনও এক তীর্থে গিয়াছেন; এইরূপে ডাইনদিকের তীর্থ হইতে বামদিকের তীর্থে যাইতে মধ্যের তীর্থে দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে; বামদিকের তীর্থদর্শনের পরেও হয়তো আবার তৃতীয়বার সেই তীর্থে আসিতে হইয়াছে; এইরূপে **ফেরাফেরি**—কোনও এক তীর্থে সময় সময় একাধিক বার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে বলিয়া তীর্থযাত্রার বর্ণনায় ক্রম ঠিক রাখা সম্ভবপর হয় না।

৫। তাই তীর্থ-ভ্রমণের ক্রম না বলিয়া, প্রভু যে যে তীর্থে গিয়াছেন, কেবল তাহাদের নামগুলিমাত্র উল্লেখ করিব।

৬-৭। **পূর্ব্ববৎ**—মধ্যলীলার সপ্তম-পরিচ্ছেদের ৯৪-১০১ পয়ারোক্তির ন্যায়।

যে পায় দর্শন—যিনি প্রভুর দর্শন পায়েন। **সে বৈষ্ণব করি**—প্রভুর দর্শন পাইয়া যিনি বৈষ্ণব হইয়াছেন, তিনিও আবার অন্য গ্রামবাসীকে বৈষ্ণব করিয়া উদ্ধার করেন।

৮। **জ্ঞানী**—জ্ঞানমার্গের সাধক; জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদী। **কর্ম্মী**—কর্ম্মকাণ্ডে রত। **পাষণ্ডী**—বেদবিরোধী। **অপার**—অসংখ্য।

১০। **তত্ত্ববাদী**—সকল বস্তুই সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে—এই তত্ত্বকেই সত্য বলিয়া মনে করেন যাঁহারা; মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তৎকালে তত্ত্ববাদী বলা হইত। ইঁহারা নারায়ণের উপাসক ছিলেন। **শ্রীবৈষ্ণব**—শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ রামানুজস্বামীর প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকে শ্রীবৈষ্ণব বলে। ইহাঁরা শ্রীরামচন্দ্রের বা লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৭।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২। **প্রয়াণ**—গমন।

মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাহাঁ সবলোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥ ১৩
দাসরাম-মহাদেবে করিল দর্শন।
অহোবল নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥ ১৪
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি।
সিদ্ধিবট গেলা—যাহাঁ মূর্ত্তি সীতাপতি ॥ ১৫
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন।
তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৬
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রামনাম বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥ ১৭
সেই দিন তার ঘরে রহিল ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি ॥ ১৮
স্কন্দক্ষেত্রতীর্থে কৈল স্কন্দ-দরশন।
ত্রিমঠ আইলা তাহাঁ দেখি ত্রিবিক্রম ॥ ১৯
পুন সিদ্ধিবট আইলা সেই বিপ্রঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ॥ ২০
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল—।
কহ বিপ্র! এই তোমার কোন্ দশা হৈল ? ॥ ২১
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম।
এবে কেনে নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম ? ॥ ২২
বিপ্র কহে—এই তোমার দর্শনপ্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম-স্বভাব ॥ ২৩
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥ ২৪
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে—রামনাম দূরে গেল ॥ ২৫
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ২৬

তথাহি পদ্মপুরাণে, শ্রীরামচন্দ্রস্য
শতনামস্তোত্রে (৮)

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রমন্ত ইতি। অনন্তে অনন্তমহিম্নি সত্যানন্দে শুদ্ধ-সত্যানন্দ-স্বরূপে চিদাত্মনি আত্মান্তর্য্যামিনি ভগবতি যোগিনঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ রমন্তে ইতি রামপদেন অসৌ দশরথ-তনয়ঃ যঃ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে কথ্যতে। শ্লোকমালা। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১৭। **বাণী**—কথা।

১৮। **আগে চলিলা**—সম্মুখের দিকে, আরও দক্ষিণের দিকে, চলিলেন।

১৯। **স্কন্দ**—কার্ত্তিকেয়।

২৩। **আজন্ম স্বভাব**—জন্মাবধি যে স্বভাব (সর্ব্বদা রামনাম লওয়ার স্বভাব) চলিয়া আসিতেছে, তাহা।

২৫। **কৃষ্ণনাম স্ফুরে**—বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনিই জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি কেহই প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে পারে না ; শ্রীনাম স্বপ্রকাশ বস্তু ; যাঁহারা সেবাবিষয়ে উন্মুখ, যত্নশীল, শ্রীনাম আপনা-আপনিই তাঁহাদের জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ভ. র. সি. ১।১০৯॥"

২৬। **নামের মহিমা-শাস্ত্র**—শাস্ত্রোক্ত যে শ্লোকে নামের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা। **করিয়ে সঞ্চয়**—সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়া রাখি। তাঁহার সংগৃহীত শ্লোকগুলি হইতে নিম্নে নাম-মাহাত্ম্যব্যঞ্জক কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। যোগিনঃ (যোগিগণ—যোগমার্গাবলম্বী লোকগণ) অনন্তে (অনন্তমহিম) সত্যানন্দে (সত্যানন্দস্বরূপ) চিদাত্মনি (আত্মান্তর্য্যামীতে) রমন্তে (রমণ করেন) ইতি (এজন্য) রামপদেন (রাম এই শব্দদ্বারা) অসৌ (এই দশরথতনয়) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়েন)।

তথাহি মহাভারতে উদ্‌যোগপর্ব্বণি (৭১।৪)

কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।

পুন আর-শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥ ২৭

তথাহি পদ্মপুরাণে, উত্তরখণ্ডে বৃহদ্বিষ্ণু-সহস্রনামস্তোত্রে (৭২।৩৩৫)—

রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষীতি। কৃষির্ধাতু ভূর্বাচকঃ সত্তাবাচকঃ ণ শ্চ নির্বৃতিবাচকঃ আনন্দবাচকঃ তয়োঃ কৃষিণকারার্থয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে কথ্যতে ॥ ইতি শ্লোকমালা। ৪

রামেতি। হে বরাননে! হে সুন্দরবদনে দুর্গে! রাম রাম রাম ইতি রামনামত্রয়ং সহস্রনামভিঃ বিষ্ণুসহস্রনামভিস্তুল্যং সমানং ভবেৎ অতঃ মনোরমে রামে দাশরথৌ অহং শিবঃ রমে পরমানন্দানুভবং করোমীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। যাঁহার মহিমা অনন্ত, যিনি সত্যানন্দস্বরূপ, যিনি আত্মান্তর্য্যামী, যোগিগণ তাঁহাতে রমণ করেন বলিয়া সেই পরম-ব্রহ্মই রাম-নামে অভিহিত হয়েন। ৩

অনন্তে—অনন্ত-শব্দে যাঁহার মহিমা অনন্ত—অসীম, সেই পর-ব্রহ্মকেই বুঝায়। **সত্যানন্দে**—সত্যানন্দ-স্বরূপে; যিনি সত্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ; সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম—তাঁহাতে। **চিদাত্মনি**—যিনি আত্মারও আত্মা, তাঁহাতে; পরমাত্মাতে বা পরব্রহ্মে। এইরূপে অনন্ত, সত্যানন্দ এবং চিদাত্ম—এই শব্দগুলির প্রত্যেকটীই পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। যোগিগণ যাঁহাতে রমণ করেন, তিনি হইলেন **রাম।** তাঁহারা অনন্ত, সত্যানন্দ এবং চিদাত্মস্বরূপ পরব্রহ্মেই রমণ করেন, তাই পরব্রহ্মই রাম। শ্রীরামই পরব্রহ্ম—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

শ্লো। ৪। অন্বয়। কৃষিঃ-শব্দঃ (কৃষিধাতু) ভুবাচকঃ (সত্তাবাচক), ণঃ চ (এবং ণ ও) নির্বৃতিবাচকঃ (আনন্দবাচক); তয়োঃ (এই কৃষিধাতুর এবং ণ কারের) ঐক্যং (মিলনই) পরংব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ)।

অনুবাদ। কৃষি সত্তাবাচক ধাতু; আর ণ আনন্দবাচক। এই উভয়ের (সত্তার ও আনন্দের) ঐক্য পরব্রহ্মই কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হয়েন। ৪

কৃষ্ণ-শব্দে যে পরব্রহ্মকে বুঝায়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। পরব্রহ্মের লক্ষণ এই যে—তিনি সৎ-স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। কৃষিধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয় যোগে কৃষ্ণ-শব্দ নিষ্পন্ন হয়; কৃষি-ধাতুর অর্থ সত্তা—সৎ; আর ণ প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দ; সুতরাং কৃষ্ণশব্দেও সৎ-স্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপকে (অর্থাৎ পরব্রহ্মকেই) বুঝায়।

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে—রামই পরব্রহ্ম, এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণই পরব্রহ্ম; সুতরাং পরব্রহ্মত্ব হিসাবে রাম ও কৃষ্ণ—এই দুই নামই তুল্য।

২৭। পরংব্রহ্ম ইত্যাদি—"রমন্তে" ইত্যাদি এবং "কৃষি" ইত্যাদি এই দুই শ্লোক অনুসারে "রাম ও কৃষ্ণ" এই উভয় নামের বাচ্য একই "পরংব্রহ্ম" হওয়াতে উভয় নামই তুল্য বলিয়া জানিলাম। **পুন আর** ইত্যাদি—আবার অন্য প্রমাণ অনুসারে এক নাম হইতে আর এক নামের বিশেষত্ব জানিতে পারিলাম।

এই বিশেষত্ব-বাচক প্রমাণ নিম্নের দুই শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। হে বরাননে (হে পার্ব্বতি)! সহস্রনামভিঃ (বিষ্ণুর সহস্রনামের) তুল্য (সমান) রামনাম (রামনাম); [অতঃ] (অতএব) রাম রাম ইতি রাম ইতি (রাম রাম রাম এইরূপে) [সঙ্কীর্ত্ত্য] (সঙ্কীর্ত্তন করিয়া) মনোরমে (মনোরম) রামে (রামচন্দ্রে) রমে (রমণ করি—পরমানন্দ অনুভব করি)।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।২৫৮),
লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫।৩৫৪)
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্।
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ ৬

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার॥ ২৮

ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি-দিন গাই॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমপি তৎফলম্। শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন—“হে বরাননে! রামনাম বিষ্ণুর সহস্রনামের তুল্য; (অর্থাৎ মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম একবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, একবার রামনাম বলিলেও সেই ফল হয়); তাই আমি সর্ব্বদা “রাম রাম রাম” এইরূপে (রামনাম কীর্ত্তন করিয়া) মনোরম রামচন্দ্রে রমণ করি (পরমানন্দ অনুভব করি)। ৫

বরাননা—বর (সুন্দর, শ্রেষ্ঠ) আনন (বদন, মুখ) যাঁহার, সেই রমণীকে বরাননা বলে; তাহার সম্বোধনে বরাননে—সুন্দর-বদনে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। পুণ্যানাং (পবিত্র) সহস্রনাম্নাং (বিষ্ণুসহস্রনামের) ত্রিঃ (তিনবার) আবৃত্ত্যাতু (আবৃত্তি-দ্বারা) যৎফলং (যে ফল হয়), একাবৃত্ত্যাতু (একবার মাত্র আবৃত্তিদ্বারাই) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) একং নাম (একটী নাম) তৎ (তাহা—সেই ফল) প্রযচ্ছতি (দান করে)।

অনুবাদ। পবিত্র বিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম একবার পাঠ করিলেও সেই ফল হয়। ৬

কৃষ্ণস্য একং নাম—শ্রীকৃষ্ণের যে কোনও একটী নাম একবার পাঠ করিলেই বিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার পাঠ করার ফল পাওয়া যায়। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বলেন, শ্রীকৃষ্ণের কোনও একটী নাম বলিতে এই শ্লোকে কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি কোনও একটী নামকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—যথা গোবিন্দ, দামোদর, মাধব, গোবর্দ্ধনধারী, পূতনারি ইত্যাদি।

উক্ত দুই শ্লোক হইতে জানা গেল—এক রাম নাম বিষ্ণুর সহস্রনামের তুল্য ফল প্রদান করে; কিন্তু কৃষ্ণের একটী নাম একবার পাঠ করিলে বিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার পাঠ করার ফল পাওয়া যায়—ইহাই পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারোক্ত বিশেষত্ব; রামনাম হইতে কৃষ্ণনামের বিশেষত্ব। সুতরাং রাম ও কৃষ্ণ এই দুই নামের বাচ্য স্বরূপতঃ এক হইলেও দুই নামের মাহাত্ম্য এক নহে—রাম নাম অপেক্ষা কৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য অনেক বেশী। ভূমিকায় নাম-মাহাত্ম্য-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৮। এইবাক্যে—পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-বাক্যানুসারে। **মহিমা অপার**—অনন্ত মহিমা।

রামনাম অপেক্ষা কৃষ্ণনামের মহিমা অনেক বেশী—শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে তাহা আমি জানিয়াছি; তথাপি কিন্তু আমি কৃষ্ণনাম লইতে পারিতেছি না, রামনামই লইয়া থাকি—তাহার কারণ বলি শুন (পরবর্ত্তী পয়ারে কারণ বলা হইয়াছে)।

২৯। শ্রীরামচন্দ্র আমার ইষ্টদেব বলিয়া তাঁহার নাম লইতেই আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়; তাই দিনরাত্রি রামনামই গ্রহণ করি; কৃষ্ণনাম গ্রহণের আর সময় থাকে না—অথবা কৃষ্ণনামে রামনামের মতন আনন্দ পাই না বলিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি না—অথবা আনন্দ পাই বলিয়া সর্ব্বদা রামনাম গ্রহণ করি বলিয়াই কৃষ্ণনামের মহিমার কথা মনে জাগিতনা।

তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাঁহার মহিমা এই মনেতে লাগিল ॥ ৩০
'সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ' ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ৩১
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আরদিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈলা শিব-দরশনে ॥ ৩২
তাহাঁ হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাহাঁ করিলা বিশ্রাম ॥ ৩৩
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে ॥ ৩৪
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সভে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সব দেশ ॥ ৩৫
তার্কিক-মীমাংসক-মায়াবাদিগণ।
সাঙ্খ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥ ৩৬
নিজনিজ শাস্ত্রে সভে উদ্‌গ্রাহে প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ ৩৭
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে ॥ ৩৮
হারি-হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ ॥ ৩৯
পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥ ৪০
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু-আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে ॥ ৪১
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥ ৪২
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩০। তোমার দর্শন মাত্রেই যখন কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরিত হইল, তখন হইতেই কৃষ্ণনামের মহিমার কথা হৃদয়ে জাগিল।

৩৬-৩৭। **তার্কিক**—ন্যায়শাস্ত্রানুগত। **মীমাংসক**—মীমাংসা-শাস্ত্রানুগত। **মায়াবাদী**—শঙ্করাচার্য্যের অনুগত অদ্বৈতবাদী। **সাঙ্খ্য**—সাঙ্খ্য-মতানুযায়ী। **পাতঞ্জল**—পতঞ্জলিকৃত দর্শনানুযায়ী। **পুরাণ**—শিবপুরাণাদি। **আগম**—তন্ত্র। **উদ্‌গ্রাহ**—তর্কনির্ব্বন্ধ। **উদ্‌গ্রাহে**—নিজ নিজ শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তর্ক করে। ২।২৫। ৪২-৪৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৯। **হারি হারি**—পরাস্ত হইয়া হইয়া।

৪০। **পাষণ্ডীর গণ**—বৌদ্ধগণ। বেদ মানে না বলিয়া বৌদ্ধকে পাষণ্ডী বলা হয়। **পাণ্ডিত্য শুনিয়া**—প্রভুর পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া। **গর্ব্ব**—অহঙ্কার।

৪১। **বৌদ্ধাচার্য্য**—বৌদ্ধদিগের আচার্য্য বা প্রধান পণ্ডিত। **নবমতে**—নূতন মতে; বৌদ্ধমতে; প্রাচীন বেদের বিরুদ্ধ বলিয়া বৌদ্ধমতকে নবমত বলা হয়। **উদ্‌গ্রাহ**—বিচারার্থ তর্ক।

৪২। **অসম্ভাষ্য**—আলাপের অযোগ্য। **অযুক্ত দেখিতে**—দর্শনের অযোগ্য। বৌদ্ধগণ বেদ মানিতেন না বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করা, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করা, এমন কি তাঁহাদের দর্শন করাও এক সময়ে হিন্দুসমাজে অন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইত। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে পাষণ্ড-শব্দের অর্থই লিখিত হইয়াছে—বৌদ্ধক্ষপণকাদি। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—এতাদৃশ পাষণ্ডদের সহিত আলাপ বা তাহাদের স্পর্শও বর্জ্জন করিবে। "তস্মাৎ পাষণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপং স্পর্শনং ত্যজেৎ। ৩।১৮॥" **গর্ব্ব খণ্ডাইতে**—বৌদ্ধদের গর্ব্ব খণ্ডন করার নিমিত্ত (প্রভু তাহাদের সহিত কথা বলিলেন, নচেৎ তাহারা অসম্ভাষ্য বলিয়া প্রভু তাহাদের সহিত কথাই বলিতেন না)।

৪৩। **তর্কেই** ইত্যাদি—তর্কশাস্ত্রানুমোদিত নিয়মানুসারে কেবল যুক্তি-আদির ভ্রম-প্রমাদাদি দেখাইয়াই মহাপ্রভু বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিলেন।

বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রস্তাব সব উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ডখণ্ড কৈল॥ ৪৪

দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধের হৈল লজ্জা-ভয়॥ ৪৫

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥ ৪৬

অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু আগে আনিল 'বিষ্ণুপ্রসাদ' বলিয়া॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৪৪। **নব প্রস্তাব**—নূতন নূতন প্রস্তাব (বা প্রশ্ন)। বৌদ্ধাচার্য্য নিজ শাস্ত্র হইতে যত কিছু প্রশ্ন বা তর্ক উঠাইলেন, প্রভু যুক্তিদ্বারা তৎসমস্তেরই খণ্ডন করিলেন। আচার্য্য যতই নূতন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত করেন, অকাট্য যুক্তিতর্কদ্বারা প্রভু সমস্তেরই খণ্ডন করিলেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "নবপ্রস্তাব"-স্থলে "নবপ্রস্থান"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। নব প্রস্থান—নূতন প্রস্থান। **প্রস্থান**—প্র+স্থা+অনট্ (অধি)। প্র (প্রকৃষ্টরূপে) স্থিত আছে যাহাতে, তাহাই প্রস্থান। পরম-তত্ত্বসমূহ প্রকৃষ্টরূপে স্থিত বা বিরাজিত আছে যে গ্রন্থে, তাহার নাম প্রস্থান। প্রাচীন ঋষিদিগের মতে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জীব ও ঈশ্বরের নিত্যসম্বন্ধ, অভিধেয় (মায়াবদ্ধ জীবের কর্ত্তব্য) ও প্রয়োজন—এসমস্তই হইল পরম তত্ত্ব। এসকল তত্ত্বসম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় প্রধানতঃ তিনটী প্রাচীনগ্রন্থে—উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। তাই এই তিন গ্রন্থকে প্রস্থানত্রয়—তিনটী প্রস্থান বা পরম-তত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থ—বলা হয়। ঋষিদিগের সাধনপূত চিত্তে শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া যে সমস্ত তত্ত্ব স্ফুরিত করাইয়াছেন, তৎসমস্ত গুরুপরম্পরাক্রমে কথিত ও শিষ্যপরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া অবশেষে উপনিষদের আকারে সঙ্কলিত হইয়াছে; এজন্য উপনিষদসমূহকে শ্রুতি-প্রস্থান বলে। ব্রহ্মসূত্রে বিভিন্ন শ্রুতির সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠিত যুক্তিদ্বারা বিচারপূর্ব্বক পর-মতের খণ্ডন এবং স্বমতের স্থাপন করা হইয়াছে; এজন্য ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায়-প্রস্থান বলে। আর যে শ্রীভগবান্ উপনিষদুক্ত তত্ত্বসমূহ ঋষিদের চিত্তে স্ফুরিত করাইয়াছেন, স্বয়ং তিনিই স্বীয় শ্রীমুখে অর্জ্জুনের নিকটে যে সমস্ত তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্তই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সঙ্কলিত হইয়াছে; মহর্ষিদিগের স্মৃতিপথে বেদের যে অর্থ জাগ্রত ছিল, এই গ্রন্থেও তাহা দৃষ্ট হয় বলিয়াই বোধ হয় গীতাকে স্মৃতি-প্রস্থান বলে। যাহা হউক, এই প্রস্থানত্রয় বেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং অতি প্রাচীন। এই প্রাচীন প্রস্থানত্রয়ের পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধাচার্য্যগণ যে সমস্ত তত্ত্বকথা গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিয়াছেন, তৎসমস্তকেও তাঁহাদের মতে প্রস্থান বলা চলে, এবং পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে বলিয়া এবং প্রাচীন প্রস্থানত্রয় হইতে বৌদ্ধাচার্য্যদিগের সঙ্কলিত তত্ত্বের অভিনবত্ব আছে বলিয়া তাঁহাদের সঙ্কলিত গ্রন্থকে নব-প্রস্থান বলা হয়। বৌদ্ধাচার্য্যদের অভিমত বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়াই তাহাকে অভিনব বলা হইল। যাহা হউক, বৌদ্ধাচার্য্যগণ তাঁহাদের নবপ্রস্থান অনুসারে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুও দৃঢ় যুক্তিদ্বারা তৎসমস্ত খণ্ডন করিলেন।

৪৫। **দার্শনিক পণ্ডিত**—দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রকে দর্শনশাস্ত্র বলে। এই পয়ারে বৌদ্ধদর্শন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথাই বলা হইয়াছে। **লজ্জা ভয়**—পরাজয়-জনিত লজ্জা এবং সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নষ্ট হইবে বলিয়া ভয়।

৪৬। **কুমন্ত্রণা কৈলা**—প্রভুকে জব্দ করার জন্য ষড়যন্ত্র করিল।

৪৭। বৌদ্ধগণ মনে করিয়াছিল, প্রভু যখন বৈষ্ণব, তখন বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া যাহা উপস্থিত করা হইবে, তাহাই তিনি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবেন। **অপবিত্র অন্ন**—কবিকর্ণপূর বলেন—"শ্বভোজনযোগ্যমশুচিতরান্নং—কুক্কুরের ভোজনযোগ্য অপবিত্রতর অন্ন।" শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক॥ ৭।২৪॥

হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্ন সহ থালী লঞা গেল ॥ ৪৮
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হৈয়া।
বৌদ্ধচার্য্যের মাথায় থালী পড়িল বাজিয়া ॥ ৪৯
তেরছে পড়িল থালি—মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥ ৫০
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সভে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ ॥ ৫১
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ,—ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু,—করহ প্রসাদ ॥ ৫২
প্রভু কহে—সভে কহ 'কৃষ্ণকৃষ্ণ হরি'।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি ॥ ৫৩
তোমা সভার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি করে—কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৪
গুরুকর্ণে কহে—কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে 'হরি' বলি ॥ ৫৫
'কৃষ্ণ' বলি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময় ॥ ৫৬

এইমতে কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহো না পায় দর্শন ॥ ৫৭
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেঙ্কট-অচলে ॥ ৫৮
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম-স্তবন ॥ ৫৯
স্বপ্রভাবে লোক সব করিঞা বিস্ময়।
পানা-নরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥ ৬০
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥ ৬১
শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ ॥ ৬২
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥ ৬৩
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।
দিন-দুই রহি, লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥ ৬৪
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকালহস্তি-স্থান।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৮। কিন্তু তাহা অঙ্গীকার করার পূর্ব্বেই একটী বৃহদাকার পক্ষী আসিয়া থালাখানি ঠোঁটে করিয়া লইয়া গেল। **মহাকায়**—বৃহদাকার। কবিকর্ণপূর বলেন—ভগবৎ-প্রসাদের নাম করিয়া বৌদ্ধগণ যে প্রভুর সাক্ষাতে অপবিত্র অন্ন উপস্থিত করিয়াছিল, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি, মহাপ্রসাদের মর্য্যাদারক্ষার্থ তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং প্রসাদসহ সেই হাতখানা ঊর্দ্ধে তুলিয়া চলিতে লাগিলেন; ঠিক এই সময়ে একটী বড় পাখী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া প্রসাদসহ থালিখানা লইয়া উড়িয়া গেল। "সর্ব্বজ্ঞোঽপি ভগবৎ-প্রসাদনাম্না তত্ত্যাগমসহমান এব পাণৌ গৃহীত্বা তৎসহিতমেব পাণিমুত্থাপ্য চলিতবান্। সমন্তরমেব মহতা কেনাপি বিহগেন চঞ্চুপুটে কৃত্বা তদন্নং ভগবৎ-করতলতঃ সমাদায় উড্ডীনম্। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়। ৭।২৫॥

৪৯। **অমেধ্য**—অপবিত্র। অপবিত্র অন্ন বৌদ্ধগণের মাথায় পড়িল এবং থালিখানা বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় পড়িল। **বাজিয়া**—শব্দ করিয়া; মাথার সঙ্গে আঘাত লাগিয়া শব্দ হইল।

৫০। **তেরছে**—তেরছা হইয়া বা বক্রভাবে।

৫২। **জীয়াহ**—বাঁচাও। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

৫৭। **অন্তর্দ্ধান কৈল**—সকলের মধ্য হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। ইহাদ্বারাও প্রভু এক ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন।

৫৮। **বেঙ্কট-অচলে**—বেঙ্কট-পর্ব্বতে।

৬০। **পানা-নরসিংহ**—এখানকার শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহের ভোগে কেবলই পানা (অর্থাৎ সরবৎ) দেওয়া হয় বলিয়া তাঁহাকে পানা-নরসিংহ বলে।

পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন।
বৃদ্ধকোলতীর্থে তবে করিল গমন ॥ ৬৬
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্কার করি।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥ ৬৭
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥ ৬৮
গোসমাজ-শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন ॥ ৬৯
অমৃতলিঙ্গ-শিব আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' করিল ॥ ৭০
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণুদরশন।
শ্রীবৈষ্ণবগণ-সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥ ৭১
কুম্ভকর্ণ-কপালের দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৭২
পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন ॥ ৭৩
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি-প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥ ৭৪
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান-নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোকমন ॥ ৭৫
শ্রীবৈষ্ণব এক—বেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৭৬
নিজঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ ॥ ৭৭
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন—।
চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু! হৈল উপসন্ন ॥ ৭৮
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে ॥ ৭৯
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্ট-সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি-মাসে ॥ ৮০
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥ ৮১
সৌন্দর্য্য-প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে সভার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৮২
লক্ষলক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
সভে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে ॥ ৮৩
কৃষ্ণনাম বিনা কেহো নাহি বোলে আর।
সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল, লোকে চমৎকার ॥ ৮৪
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিনে সভে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৮৫
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল ॥ ৮৬
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্ত্তন ॥ ৮৭
অষ্টাদশাধ্যায় পঢ়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পঢ়েন, লোকে করে উপহাসে ॥ ৮৮
কেহো হাসে কেহো নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হৈয়া গীতা পঢ়ে আনন্দিত মনে ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭১। **শ্রীবৈষ্ণব**—শ্রীসম্প্রদায়ী (অর্থাৎ রামানুজ-সম্প্রদায়ী) বৈষ্ণব। **গোষ্ঠী**—ইষ্টগোষ্ঠী; ভগবৎ-কথার আলোচনা।

৭৮। **চাতুর্ম্মাস্য**—চাতুর্ম্মাস্য ব্রত; শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস কাল চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সময়। **উপসন্ন**—উপস্থিত।

৮২। অন্বয়—প্রভুর সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া সমস্ত লোক প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কটভট্টের গৃহে আগমন করে এবং প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদের শোক-দুঃখ দূরীভুত হইয়া যায়।

৮৩। **সভে কৃষ্ণনাম** ইত্যাদি—প্রভুকে দেখিয়া সকলেই কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন।

৮৭। **সেই ক্ষেত্রে**—সেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে। **গীতা আবর্ত্তন**—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আবৃত্তি।

পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ-পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৯০
মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়!।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥ ৯১
বিপ্র কহে—মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পঢ়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥ ৯২
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাথে তোত্র শ্যামল সুন্দর ॥ ৯৩
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥ ৯৪
যাবৎ পঢ়োঁ তাবৎ পাঙ্ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥ ৯৫
প্রভু কহে—গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥ ৯৬
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন—॥ ৯৭
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
'সেই কৃষ্ণ তুমি' হেন মোর মনে লয় ॥ ৯৮
কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে তার মন হৈয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥ ৯৯
তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ—।
এই বাত কাহাঁ না করিবে প্রকাশন ॥ ১০০
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারিমাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥ ১০১
এইমতে ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-কথারঙ্গ ॥ ১০২
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন ॥ ১০৩
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব ॥ ১০৪
প্রভু কহে—ভট্ট। তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি ॥ ১০৫
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম? ॥ ১০৬
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি তপ করিলা অপার ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯০। **যাবৎ পঠন**—যতক্ষণ তিনি গীতা পাঠ করিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্তই তাঁহার দেহে অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব সকল বিদ্যমান থাকিত।

৯২। প্রভুর কথার উত্তরে বিপ্র বলিলেন—"আমি মূর্খ; গীতার শব্দগুলির অর্থও আমি জানি না; আমার পাঠ শুদ্ধ হইতেছে, কি অশুদ্ধ হইতেছে—তাহাও আমি জানি না। গুরু আদেশ করিয়াছেন—গীতা পাঠ করিতে; তাই গীতা পাঠ করি।"

৯৩-৯৫। "যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি গীতাপাঠ করি, ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমার মনে হয় যেন, আমি সাক্ষাতে দেখিতেছি—অর্জ্জুনের রথে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন, আর অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ দিতেছেন। যতক্ষণ পড়ি, ততক্ষণই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাই; দর্শন পাইয়া আনন্দে আবিষ্ট হইয়া যাই। তাই আমি গীতাপাঠ ছাড়িতে পারিনা।" **রজ্জুধর**—যিনি ঘোড়ার মুখের রজ্জু (লাগাম) ধরিয়া আছেন। **তোত্র**—চাবুক।

৯৮। **দ্বিগুণ সুখ**—গীতা-পাঠকালে অর্জ্জুনের রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যে সুখ হয়, তাহার দুইগুণ সুখ।

১০০। **করাইল শিক্ষণ**—নিজের তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। **এই বাত**—এই কথা; প্রভুর তত্ত্বকথা।

১০২। **ভট্টগৃহে**—বেঙ্কটভট্টের গৃহে।

১০৩। বেঙ্কটভট্ট রমানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব; তিনি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবক।

১০৪। সর্ব্বদা বেঙ্কট-ভট্টের নিকটে থাকাতে তাঁহার সঙ্গে প্রভুর খুব মাখামাখি সখ্যভাব জন্মিয়াছিল। তাই উভয়ের মধ্যে বেশ হাস্য-পরিহাসাদি চলিত।

১০৫-৭। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাওয়ার নিমিত্ত লক্ষ্মীঠাকুরাণী বৈকুণ্ঠের সুখভোগত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা

তথাহি (ভাঃ ১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্‌ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৭

ভট্ট কহে— কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদি রূপ ১০৮
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ ১০৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে,
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (৩২)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রসেন ইতি। সর্ব্বোৎকৃষ্টপ্রেমময়রসেনেত্যর্থঃ। উৎকৃষ্যতে অন্তর্ভূ্ত-ণ্যর্থত্বাৎ উৎকৃষ্টতা প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। যতস্তস্য রসস্য এষৈব স্থিতিঃ স্বভাবঃ যৎকৃষ্ণরূপমেবোৎকৃষ্টত্বেন দর্শয়তীত্যর্থঃ। শ্রীজীব। রসেন কর্ত্রা কৃষ্ণরূপমুৎকৃষ্যতে উৎকৃষ্টং ক্রিয়তে। রসস্থিতিঃ রসস্বভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়াছিলেন—ইহা প্রসিদ্ধ কথা; এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু একদিন পরিহাসপূর্ব্বক বেঙ্কট-ভট্টকে বলিলেন—"ভট্ট! তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী তো পতিব্রতা-শিরোমণি; নারায়ণেরও খুব আদরিণী—সর্ব্বদা নারায়ণের বক্ষেই অবস্থান করেন; কিন্তু এত সাধ্বী হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমই বা চাহিলেন কেন এবং তজ্জন্য কঠোর তপস্যাই বা করিলেন কেন?"

লক্ষ্মী যে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০৮-৯। একই স্বরূপ—স্বরূপতঃ এক (অভিন্ন)।

বৈদগ্ধ্য—কলাবিলাসাদিতে নৈপুণ্য।

প্রভুর কথা শুনিয়া বেঙ্কট-ভট্ট বলিলেন—"কৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপতঃ একই; কিন্তু রসবিষয়ে কৃষ্ণের একটু বিশেষত্ব আছে; সেই বিশেষত্ব এই যে, নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য, কলাবিলাসাদিতে নৈপুণ্য এবং রূপমাধুর্য্য বেশী; লক্ষ্মীদেবী কৌতুকবশতঃই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ কামনা করেন; তাহাতে তাঁহার পতিব্রতাধর্ম্ম ক্ষুন্ন হয় না; যেহেতু, নারায়ণে ও কৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই।"

নারায়ণ ও কৃষ্ণ যে স্বরূপে অভিন্ন, কিন্তু রসবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে উৎকর্ষ আছে, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৮। অন্বয়। সিদ্ধান্ততঃতু (সিদ্ধান্তানুসারে) শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ (শ্রীনারায়ণস্বরূপের এবং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের) অভেদে অপি (অভেদ থাকা সত্ত্বেও) রসেন (রসদ্বারা) কৃষ্ণরূপং (শ্রীকৃষ্ণরূপ) উৎকৃষ্যতে (উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়); [যতঃ] (যে হেতু) এষা (ইহাই) রসস্থিতিঃ (রসের স্বভাব)।

অনুবাদ। যদিও শ্রীনাথে ও শ্রীকৃষ্ণে সিদ্ধান্তানুসারে স্বরূপতঃ কোনও প্রভেদ নাই, তথাপি কেবল প্রেমময়রস-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে; প্রেমের এইরূপ স্বভাব যে, তাহা আলম্বনকে (আশ্রয়কে) উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করায়। ৮

প্রেমময়-রসের ধর্ম্মই এই যে, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি বর্দ্ধিত করিয়া ইহা রসের আশ্রয়কে—শ্রীকৃষ্ণরূপাদিকে—অত্যন্ত মনোরম করিয়া তোলে, তাঁহার চিত্তাকর্ষকত্ব বর্দ্ধিত করে; তাই—শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে প্রেমময়-রসের বিকাশ অধিক বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যাদি অধিকতর চিত্তাকর্ষক; এজন্যই শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার সঙ্গ কামনা করেন। ১০৮-৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস ॥ ১১০

বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ? ॥ ১১১

প্রভু কহে—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী—ইহা শাস্ত্রে শুনি ॥ ১১২

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)—
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৯

লক্ষ্মী কেনে না পাইলা, কি ইহার কারণ ?
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতি গণ ? ১১৩

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।২৩)—
নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ১০

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ ?
ভট্ট কহে—ইহাঁ প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ ১১৪

আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি—সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটি-সমুদ্র-গম্ভীর ॥ ১১৫

তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—জান নিজকর্ম্ম।
যারে জানাহ, সেই জানে—তোমার লীলামর্ম্ম ॥ ১১৬

প্রভু কহে—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব-আকর্ষণ ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১০। নারায়ণে ও কৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে লক্ষ্মীর পাতিব্রত্য নষ্ট হয় না। তাহাতে পাতিব্রত্য তো অক্ষুণ্ণ থাকেই, অধিকন্তু রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিলাসাদিও লাভ হয়।

১১২। ভট্টের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে লক্ষ্মীর পাতিব্রত্য নষ্ট হয় না, তাহা আমি জানি; শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইলে লক্ষ্মী যে রাসাদিবিলাসও পাইতেন—যাহা বৈকুণ্ঠে পাওয়া যায় না, তাহাই বেশীর ভাগে পাইতেন—তাহাও জানি; কিন্তু—দুখের বিষয়—শাস্ত্র বলেন—লক্ষ্মী রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পায়েন নাই।"

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মী যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ—রাসলীলা—পায়েন নাই, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

১১৩। মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রভুই ভঙ্গী করিয়া এক প্রশ্ন তুলিলেন। "শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ তো শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন; তবে লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইলেন না কেন ?"

শ্রুতিগণ যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৪৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৬। সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—লক্ষ্মী যাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছিলেন, তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ। **জান নিজকর্ম্ম**—কেন তুমি লক্ষ্মীকে তোমার সঙ্গ দাও নাই, তাহা তুমিই জান।

১১৭। স্বভাব বিলক্ষণ—অদ্ভুত বা অসাধারণ স্বভাব; নারায়ণাদিতে যাহা নাই, এরূপ স্বভাব। **স্বমাধুর্য্যে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের এক অসাধারণ স্বভাব এই যে, তিনি স্বীয় মাধুর্য্যে সকলকেই—অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপকে, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণকে, ব্রজবাসিগণকে, এমন কি স্থাবর-জঙ্গমকে, নিজকেও—সর্ব্বদা আকর্ষণ করেন; তাই লক্ষ্মীর চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু নারায়ণের এই বিশেষত্ব নাই, তিনি গোপীদিগের চিত্তকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারেন না। **সর্ব্ব-আকর্ষণ**—সকলকে আকর্ষণ।

ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে 'ঈশ্বর' করি নাহি জানে ব্রজজন ॥ ১১৮
কেহো তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহো তাঁরে সখা-জ্ঞানে জিনি চঢ়ে কান্ধে ॥ ১১৯
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' তাঁরে জানে ব্রজ-জন।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাহি,—নিজ সম্বন্ধ-মনন ॥ ১২০
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১১৮। **ব্রজলোকের ভাবে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ-পরিকর ব্রজবাসীদের ভাবের আনুগত্যে তাঁহার ভজন করিলেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়। যেই ভাবের ব্রজ-পরিকরদের আনুগত্য করিবেন, সেই ভাবের লীলায় বিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই সাধক পাইবেন। যিনি বাৎসল্যভাবের পরিকর নন্দযশোদাদির ভাবের আনুগত্যে ভজন করিবেন, তিনি বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন; যিনি সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদির ভাবের আনুগত্যে ভজন করিবেন, তিনি সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন; যিনি ব্রজসুন্দরীদের ভাবের আনুগত্যে ভজন করিবেন, তিনি রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইবেন। সখ্যভাবের বা বাৎসল্য ভাবের আনুগত্যে গোপীভাবের সেবা পাওয়া যাইবে না।

তাঁরে ঈশ্বর ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও তাঁহার ব্রজপরিকরগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন না, ঈশ্বর বলিয়া মনেও করেন না; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ-যশোদার পুত্র বলিয়াই জানেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি কখনও সঙ্কুচিত হইয়া যায় না।

১১৯। শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে কোনও রূপ সঙ্কোচ ব্রজবাসিগণের মনে স্থান পায় না। তাই, যশোদামাতা তাঁহাকে নিজের পুত্রমাত্র মনে করিয়া তাঁহার অন্যায় কার্য্যের জন্য শাসন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে উদূখলে পর্য্যন্ত বাঁধিয়াছিলেন; সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সখামাত্র মনে করেন; তাই তাঁহার সঙ্গে খেলা করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ খেলায় হারিয়া গেলে খেলার পণ অনুসারে তাঁহার কান্ধে পর্য্যন্ত চড়িয়াছেন। যদি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে যশোদামাতাও তাঁহাকে বাঁধিতে পারিতেন না, সখাগণও তাঁহার কাঁধে উঠিতে পারিতেন না।

জিনি—খেলায় জিতিয়া।

১২০। **ব্রজেন্দ্র-নন্দন** ইত্যাদি—ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেন্দ্র-নন্দন—নন্দ-মহারাজার ছেলে—বলিয়াই মনে করেন, ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না। **ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি**—শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান তাঁহাদের নাই; তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না। **নিজ সম্বন্ধ-মনন**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিগণের যাঁহার যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধানুসারেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্যবহার করেন। নন্দ-যশোদার পুত্র তিনি; নন্দ-যশোদা তাঁহাকে পুত্রমাত্রই মনে করেন। সুবলাদির সখা তিনি; সুবলাদি তাঁহাকে সখামাত্রই মনে করেন। ব্রজগোপীদের কান্ত তিনি; ব্রজগোপীরা তাঁহাকে তাঁহাদের প্রাণবল্লভমাত্রই মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ মানুষমাত্র হইলে ব্রজবাসীরা নিজ নিজ সম্বন্ধানুসারে তাঁহাকে যাহা মনে করিতেন, কিম্বা তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা ঠিক তাহাই মনে করেন এবং ঠিক তদ্রূপই ব্যবহার করেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্—এই জ্ঞানই তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না।

১২১। পূর্ব্ববর্তী ১১৯ পয়ার হইতে জানা যায়—যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধেন; সুবলাদি সখাগণ তাঁহার কাঁধে চড়েন; এসমস্ত হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের প্রেমের অধীন, তাঁহাদেরও অধীন; তাই তাঁহারা কৃপা করিয়া যাঁহাকে কৃষ্ণসেবা দেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকেই অঙ্গীকার করেন, তিনিই কৃষ্ণসেবা পাইতে পারেন এজন্যই বলা হইয়াছে, ব্রজপরিকরদের ভাবের আনুগত্যে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারাই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইতে পারেন, অন্যের পক্ষে ইহা সুদুর্লভ।

তথাহি (ভাঃ ১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১১

শ্রুতিসব গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥ ১২২
ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ ১২৩
গোপজাতি কৃষ্ণ—গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥ ১২৪
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥ ১২৫
অন্যদেহে না পাইয়ে রাস-বিলাস।
অতএব "নায়ং" শ্লোক কহে বেদব্যাস ॥ ১২৬
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান—।
শ্রীনারায়ণ হয়েন—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১২৭
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়।
শ্রীবৈষ্ণব-ভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥ ১২৮
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাস-দ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২২। শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ ব্রজগোপীদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া গোপীভাবে যশোদা-নন্দনের ভজন করিয়াছিলেন।

গোপীভাব লঞা—আমিও গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবাভিলাষিণী একজন গোপী—অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে এইরূপ ভাব পোষণ করিয়া।

১২৩। ব্যূহান্তরে—কায়ব্যূহে; শ্রুত্যভিমানিনী দেবীদেহ ব্যতীত অন্য এক গোপীদেহে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ পাওয়ার পরে প্রত্যেক শ্রুত্যভিমানিনী দেবতার দুই দেহ হইল—একদেহে পূর্ব্ববৎ তিনি শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাই রহিলেন, অপর দেহে তিনি ব্রজগোপী হইয়া ব্রজে কৃষ্ণসেবা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকের এই দুই দেহকে দুইটী ব্যূহ বলা হইয়াছে।

১২৪। ব্রজে রাস-লীলাদিতে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে হইলে গোপীভাবে ভজনের প্রয়োজন কেন, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের গোপ-অভিমান; নরলীলার আবেশে তিনি মনে করেন তিনি গোয়ালার ছেলে; তাই গোয়ালিনীই—গোপীই—তাঁহার স্বাভাবিক-প্রেয়সী; সমভাবাপন্না গোয়ালার মেয়ে তাঁহার চিত্তকে যত আকর্ষণ করিবে—দেবীই হউক, কি গোয়ালাব্যতীত অন্য জাতীয় রমণীই হউক, কেহই তাঁহার চিত্তকে তত আকর্ষণ করিতে পারিবে না; সকল বিষয়ে চিত্ত সমভাবাপন্ন না হইলে কেহ কাহারও চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীব্যতীত, দেবী বা অন্য জাতীয়া রমণীকে, অঙ্গীকার করেন না; কাজেই, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইতে হইলে গোপীভাবের ভজন প্রয়োজন—নচেৎ গোপীদেহ প্রাপ্তি সম্ভব হইবে না, গোপীদেহ প্রাপ্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী হওয়াও সম্ভব হইবে না।

১২৫। লক্ষ্মীদেবী স্বীয় লক্ষ্মীদেহেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ কামনা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তপস্যা করিয়াছিলেন; তিনি গোপীদেহ পাইতেও চাহেন নাই, গোপীদের আনুগত্যও স্বীকার করেন নাই; তাই তিনি কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই। ১১৩ পয়ারের প্রশ্নের মীমাংসা এই পয়ারে হইল।

১২৬। অন্যদেহে—গোপীদেহ ব্যতীত অন্য দেহে। **অতএব** ইত্যাদি—গোপীদেহ ব্যতীত অন্য দেহে ব্রজে রাসবিলাস পাওয়া যায় না বলিয়াই, এবং লক্ষ্মীদেবীও গোপীদেহ প্রাপ্তির জন্য কামনা না করিয়া স্বীয় দেবী-দেহেই রাসবিলাস পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ"-ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন—অত্যন্ত প্রেমবতী হইয়াও লক্ষ্মীদেবী রাসবিলাসে কৃষ্ণসঙ্গ পাইলেন না।

১২৭-২৯। বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে প্রভুর সখ্যভাব জন্মিয়া থাকিলেও ভট্টের উপাস্য দেবতা লক্ষ্মীদেবী-সম্বন্ধে

প্রভু কহে—ভট্ট!—তুমি না কর সংশয়।
স্বয়ং ভগবান্-কৃষ্ণের এই স্বভাব হয়॥ ১৩০

কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহো মন॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এরূপ (১০৫-৬ পয়ারোক্তির অনুরূপ) একটী প্রশ্ন কেন প্রভু উত্থাপিত করিলেন, তাই বলিতেছেন। ভট্টের অভিমান দূর করার জন্যই প্রভুর এই ভঙ্গী। বেঙ্কটভট্ট ছিলেন শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব; লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রামসীতাই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য; এই সম্প্রদায় শ্রীনারায়ণকেই পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করেন। তদনুসারে বেঙ্কটভট্টও মনে করিতেন—নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্ববিষয়ে অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতে—এমন কি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতেও—শ্রেষ্ঠ এবং তিনি আরও মনে করিতেন যে, শ্রীসম্প্রদায়ের ভজন-প্রণালীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ ধারণাবশতঃ নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রাধান্য সম্বন্ধে ভট্টের মনে একটু গর্ব্ব ছিল; কিন্তু কোনও রূপ গর্ব্বই সাধকের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে; তাই প্রভু ভট্টের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খণ্ডনের জন্য ভঙ্গীক্রমে উক্ত প্রশ্ন তুলিলেন এবং প্রশ্নের সমাধান-প্রসঙ্গে—রসবিষয়ে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ দেখাইয়া ভট্টের গর্ব্ব খণ্ডন করিলেন।

একটী কথা এস্থলে বিবেচ্য। যিনি যে ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, তিনি সেই ভগবৎ-স্বরূপকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করিবেন এবং তাঁহার শাস্ত্রসম্মত যে ভজনপ্রণালী, তাহাকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিবেন; নচেৎ উপাস্য স্বরূপেও নিষ্ঠা থাকিবে না, ভজনেও নিষ্ঠা থাকিবে না; কিন্তু তাঁহার উপাস্যই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ—এইরূপ ভাবিয়া কোনওরূপ গর্ব্ব পোষণ করা সঙ্গত হইবে না; গর্ব্ব যাবতীয় অমঙ্গলের হেতু। ভগবৎ-কৃপায় উপাস্য স্বরূপে যাঁহার বাস্তবিক প্রীতি জন্মিয়া যায়, শাস্ত্রবিচারে তিনি যদি জানিতেও পারেন যে,—তাঁহার উপাস্য স্বরূপতঃ স্বয়ং ভগবান্ নহেন—তাহা হইলেও উপাস্যস্বরূপ হইতে তাঁহার নিষ্ঠা বা প্রীতি বিচলিত হয় না। যিনি বস্তুতঃই পতিব্রতা রমণী, স্বীয় পতিতে যাঁহার অবিচলা প্রীতি জন্মিয়াছে, তাঁহার স্বামী নিতান্ত দরিদ্র হইলেও—তিনি যদি জানিতে পারেন যে, তাঁহার পরিচিত কোনও রমণীর—এমন কি তাঁহার কোনও সখীরও—স্বামী রাজ-রাজেশ্বর, তাহা হইলেও তিনি তজ্জন্য নিজেকে ধিক্কার দেন না, স্বামীর প্রতি তাঁহার প্রীতি বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না। স্বামীর প্রীতিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া থাকে, সেই হৃদয়ে অন্য কোনও সঙ্কীর্ণ ভাবের স্থান হইতে পারে না।

তাঁহার ভজন—নারায়ণের ভজন। **সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়**—অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ভজন অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত।

শ্রীবৈষ্ণব—রামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। **শ্রীবৈষ্ণব-ভজন**—রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভজন বা ভজনপ্রণালী।

১৩০-৩১। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ এবং নারায়ণ যে তাঁহার বিলাসমূর্ত্তিমাত্র—প্রসঙ্গক্রমে প্রভু তাহাই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন।

প্রভু বলিলেন—"ভট্ট! নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া নারায়ণে লক্ষ্মীদেবীর নিষ্ঠা সম্বন্ধে তোমার কোনওরূপ সন্দেহ পোষণের হেতু নাই; লক্ষ্মীদেবীর চিত্ত যে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে লক্ষ্মীর কোনও দোষ নাই—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মই ইহার কারণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ কিনা, আর শ্রীনারায়ণ হইলেন তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি; তাই শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অনেক বেশী; আবার 'কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল। ১।৪।১২৮॥' শ্রীকৃষ্ণের 'আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥ ২।৮।১১৪॥' এরূপ অবস্থায় লক্ষ্মীদেবীর মন যে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? প্রবল স্রোতোবেগে নদীবক্ষস্থ লতিকার অগ্রভাগ যদি স্রোতের দিকেই ভাসিয়া যায়, তাহাতে লতিকার কোনও দোষই হইতে পারে না—স্রোতের তীব্র বেগ হইতে লতিকা আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ; লক্ষ্মীর অবস্থাও তাই; শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্য 'লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন। ২।৮।১১৩।' এবং যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মনকে পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ করে, তাহা হইতে লক্ষ্মীদেবী

তথাহি (ভাঃ ১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১২

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ ১৩২

তুমি যে পঢ়িলে শ্লোক—সেই পরমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১৩৩

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে,
দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (৩২)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১৩

স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥ ১৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন? বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যখন স্বরূপতঃ একই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় লক্ষ্মীদেবীর নারায়ণে নিষ্ঠাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।" **স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের** ইত্যাদি—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই যে, তাঁহার নিজের মাধুর্য্য দ্বারা তিনি স্থাবর-জঙ্গম-সকলের, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাদিগের, এমন কি কৃষ্ণের নিজের চিত্তকে পর্য্যন্ত প্রবল বেগে আকর্ষণ করেন। **বিলাসমূর্ত্তি**—১।১।৩৮-৩৯ পয়ারের টীকা এবং ১।১।৩৫ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, এই ১৩০-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩২। শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বিশেষত্ব দেখাইতেছেন।

একাধিক ব্যক্তিতে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাকে বলে সাধারণ; যাহা একজনে মাত্র বর্ত্তমান থাকে, অপর কাহাতেও থাকে না, তাহাকে বলে **অসাধারণ**। কতকগুলি গুণ শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে; এইগুলি সাধারণ; এই সাধারণ গুণগুলির মধ্যে অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিত্ব প্রভৃতি পাঁচটী গুণ শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বিরাজিত। আবার লীলা, প্রেমমণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলের আধিক্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের **অসাধারণ গুণ**; নারায়ণে বা অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই এই চারিটী গুণ নাই॥ ভ. র. সি. ২।১।১৬-১৮॥

শ্রীকৃষ্ণের এই চারিটী অসাধারণ গুণই "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।" এই চারিটী গুণই লক্ষ্মীদেবীর চিত্তকেও আকৃষ্ট করিয়াছে; তাই **লক্ষ্মীর কৃষ্ণে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত (শ্রীকৃষ্ণসঙ্গদ্বারা উক্ত গুণ সমূহের মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের নিমিত্ত) লক্ষ্মীদেবীর সর্ব্বদাই তীব্র লালসা।

উক্ত অসাধারণ গুণগুলিই শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদিত করিতেছে।

১৩৩। প্রভু ভট্টকে আরও বলিলেন—"ভট্ট! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে তুমি "সিদ্ধান্ততঃ"-ইত্যাদি যে শ্লোকটীর উল্লেখ করিলে, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়।"

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে "সিদ্ধান্ততঃ"-ইত্যাদি শ্লোকটী পুনরায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৯।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের "রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ"-বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণে রসের উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে; এবং রসের উৎকর্ষই লীলামাধুর্য্যাদি চারিটী অসাধারণ গুণের হেতু; সুতরাং উক্ত শ্লোকের "রসেনোৎকৃষ্যতে" ইত্যাদি বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রমাণিত হইতেছে।

১৩৪। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপন্ন করিয়া এক্ষণে শ্রীনারায়ণের স্বয়ং ভগবত্তা খণ্ডন করিতেছেন। প্রভুর যুক্তি এই—"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই লক্ষ্মীর মন হরণ করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপিকাদের

নারায়ণের কা কথা—শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে॥ ১৩৫
চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥ ১৩৬

তথাহি ললিতমাধবে (৬।১৪)—

গোপীনাংপশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তন্নুংতস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয় কুঞ্চতি॥ ১৪

এত কহি প্রভু তার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া—॥১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মন হরণ করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যাদিতেই গোপিকাগণ নিমগ্ন হইয়া আছেন ; তাহা ছাড়িয়া তাঁহারা শ্রীনারায়ণের সঙ্গ লোভনীয় মনে করেন নাই ; কিন্তু লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—মাধুর্য্যাদিতে শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীনারায়ণের অপকর্ষ। সুতরাং শ্রীনারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ হইতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।" **স্বয়ং ভগবত্বে**—স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ; স্বয়ং ভগবত্ত্বহেতু গুণাদির উৎকর্ষ আছে বলিয়া। মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার (২।২১।৯২)। সুতরাং যে স্বরূপে মাধুর্য্যের বিকাশ যত বেশী, সে স্বরূপে ভগবত্তার বিকাশও তত বেশী। যে স্বরূপে মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, সে স্বরূপে ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ—সে স্বরূপই স্বয়ং ভগবান্। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের প্রভাবে "শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ (২।৮।১১২, ১১৪)। কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তা-সভার বলে হরে মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ (২।২১।৮৮)॥"

১৩৫-৩৬। গোপীদের চিত্ত হরণ বিষয়ে নারায়ণের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি গোপীদিগের সহিত পরিহাস করার নিমিত্ত চতুর্ভুজ হইয়া নারায়ণ সাজিয়া বসেন, তাহা হইলেও তৎপ্রতি গোপীদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। ১।১৭।৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৭। বেঙ্কটভট্টের গর্ব্ব ছিল দুইটী বিষয়ে। প্রথমতঃ, তিনি মনে করিতেন, তাঁহার উপাস্য শ্রীনারায়ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সপ্রমাণ করিয়া এবিষয়ে বেঙ্কটভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ভট্ট মনে করিতেন, তাঁহার (অর্থাৎ শ্রীসম্প্রদায়ের) ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভজনের মাহাত্ম্য জানা যায়—ভজনের প্রভাবে যে বস্তুটী পাওয়া যায়, তাহার মাহাত্ম্যদ্বারা। শ্রীসম্প্রদায়ের ভজনের ফলে পাওয়া যায় শ্রীনারায়ণের সেবা। সুতরাং শ্রীনারায়ণের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য—ইহাই বেঙ্কটভট্টের ভজন-বিষয়ে গর্ব্বের তাৎপর্য্য। **কিন্তু প্রভু** বেঙ্কটভট্টের **এই গর্ব্বও খর্ব্ব** করিলেন। কি ভাবে তাহা করিলেন, বলা হইতেছে। শ্রীনারায়ণের অন্তরঙ্গসেবা লক্ষ্মীর মত আর কেহই পাইতে পারেন না। কিন্তু সেই লক্ষ্মীদেবীও বৈকুণ্ঠের সুখভোগ উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়া ছিলেন ; ইহা দ্বারাই শ্রীনারায়ণের সেবা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকতর লোভনীয়তা এবং তদ্দ্বারা শ্রীসম্প্রদায়ের ভজন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টের **গর্ব্ব চূর্ণ** করিলেন। **তারে সুখ দিতে**—বেঙ্কটভট্টকে সুখ দেওয়ার নিমিত্ত, তাঁহার মনে সান্ত্বনা দেওয়ার নিমিত্ত। গর্ব্ব চূর্ণ হওয়ার একটা দুঃখ আছে। ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করার জন্যই প্রভু ১০৫-৩৬ পয়ারোক্ত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ

দুঃখ না মানিহ ভট্ট ! কৈল পরিহাস ।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন—যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস ॥ ১৩৮

কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ ।
গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি,—হয় এক-রূপ ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হইলে তিনি মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইবেন। দুঃখের তীব্রতা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই প্রভু পরিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—পরিহাসের মাধুর্য্যে দুঃখের তীব্রতা প্রচ্ছন্ন থাকিবে, এই ভরসায়। কিন্তু তথাপি ভট্টের মনে দুঃখ জন্মিয়াছে, যদিও তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। ভট্টের এই দুঃখ দূর করিয়া তাঁহার মনে সান্ত্বনা দেওয়ার নিমিত্ত প্রভু **কহে**—পরবর্ত্তী ১৪০-৪১ পয়ারোক্ত গূঢ় সিদ্ধান্ত বলিলেন। **সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া**—প্রভু পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সেই সিদ্ধান্তকে ফিরাইয়া ১৩৯-৪১ পয়ারোক্ত গূঢ় সিদ্ধান্তের কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তাহা ফিরাইলেনই বা কিরূপে ? "ফিরাইয়া"-শব্দের তাৎপর্য্য কি ? প্রভু সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-সঙ্গলাভের লোভে কঠোর তপস্যা করিয়াও লক্ষ্মীদেবী তাঁহার লক্ষ্মীদেহে কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই। পরবর্ত্তী ১৩৯-৪১ পয়ার হইতে জানা যায়, এই দুইটী সিদ্ধান্তের একটীরও প্রভু পরিবর্ত্তন করেন নাই ; সুতরাং "ফিরান"-শব্দের অর্থ যে "পরিবর্ত্তন" নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোনও লোক একস্থান হইতে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় একস্থানে উপস্থিত হইয়া পুনরায় যদি প্রথম স্থানে আসে, তাহা হইলে বলা হয়, লোকটী প্রথম স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই ফিরিয়া আসাদ্বারা দ্বিতীয় স্থানটী লোপ পাইয়াছে—ইহা বুঝায় না, দ্বিতীয় স্থানে ঐ লোকটীর যাওয়ারূপ ঘটনাটাও বাতিল হইয়া যায় না ; তাহার গতির দিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। ইহাই বুঝায় না যে, পূর্ব্বে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পুনরায় তাহার খণ্ডন করিয়াছেন—সেই সিদ্ধান্তকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বরং ইহাই বুঝায় যে, যে-যুক্তিদ্বারা তিনি উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যে গূঢ় সিদ্ধান্তের উপরে তাঁহার পূর্ব্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার যুক্তির গতি সেই গূঢ় সিদ্ধান্তের দিকে পরির্ত্তিত করিলেন ; সেই গূঢ় সিদ্ধান্তটীকে বেঙ্কটভট্টের নিকটে পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই গূঢ় সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট হওয়াতেই বেঙ্কটভট্টের মনে সান্ত্বনা জন্মিয়াছে, তাঁহার দুঃখ দূর হইয়াছে।

১৩৮। প্রভু বলিলেন—"ভট্ট! মনে দুঃখ করিওনা ; পরিহাস করিয়াই আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে বাচালতা করিয়াছি। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস অনুরূপ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বলিতেছি, শুন।" **যাতে**—যে শাস্ত্রসিদ্ধান্তে। **বৈষ্ণব বিশ্বাস**—বৈষ্ণবদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ; যে শাস্ত্রসিদ্ধান্তকে বৈষ্ণবেরা শ্রদ্ধা করেন।

পরবর্ত্তী তিন পয়ারে উক্ত সিদ্ধান্তের কথা বলা হইতেছে।

১৩৯। শ্রীনারায়ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ—বিলাসরূপ, তাই শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি"-ইত্যাদি শ্লোকই তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ। তদ্রূপ গোপীতে (শ্রীরাধায়) এবং লক্ষ্মীতেও স্বরূপতঃ ভেদ নাই—স্বরূপতঃ তাঁহারা এক। শ্রীকৃষ্ণই যেমন বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণরূপে প্রকাশ পায়েন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মূলকান্তাশক্তি গোপী শ্রীরাধাও বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কান্তা লক্ষ্মীরূপে প্রকাশ পায়েন। শ্রীনারায়ণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ, তদ্রূপ শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রীরাধার বিলাসরূপ অংশ। "শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার। অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার॥ লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ। ১।৪।৬৫-৬৭ ॥" (১।৪।৬৩-৬৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ (এবং তদ্রূপ গোপী-শ্রীরাধা এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবী) বিভিন্ন প্রকাশ হইয়াও কিরূপে স্বরূপতঃ অভিন্ন, তাহা পরবর্ত্তী ১৪১ পয়ারে এবং "মণির্যথা" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে।

গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ১৪০

একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ ॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১৪০। প্রভু বলিলেন—"ভট্ট! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ পয়েন নাই; কিন্তু তিনি যে মোটেই কৃষ্ণসঙ্গ পয়েন নাই, তাহা নহে। লক্ষ্মীদেহে তিনি কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই বটে, কিন্তু গোপীদেহে পাইয়াছেন। গোপী-শ্রীরাধায় এবং শ্রীলক্ষ্মীতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই এবং গোপী-শ্রীরাধা যখন কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন, তাঁহাদ্বারা লক্ষ্মীও কৃষ্ণসঙ্গ পাইতেছেন।" পরবর্ত্তী পয়ারের টীকাদ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ—শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের আস্বাদন। **ঈশ্বরত্বে ভেদ** ইত্যাদি—ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ আছে বলিয়া মনে করিলে অপরাধ হয়। কারণ, তাহাতে ঈশ্বরের তত্ত্বের, তাঁহার বিভু-তত্ত্বের—ব্রহ্মতত্ত্বের—আপলাপ করা হয়। এজন্যই শ্রীশিব ও শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-লীলাদিকে ভিন্ন মনে করা নামাপরাধের মধ্যে গণ্য হয়। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ। হ, ভ, বি, ১১।২৮৩-৮৬॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯ পয়ার এবং এই পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীনারায়ণাদি তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপে ভেদ আছে বলিয়া মনে করিলে যেমন অপরাধ হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধায় এবং লক্ষ্মী-আদি শ্রীরাধার বিভিন্ন স্বরূপে ভেদ আছে বলিয়া মনে করিলেও অপরাধ হয়। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই বলিয়া, বিশেষতঃ শক্তির ক্রিয়াতেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সম্ভব হয় বলিয়া এবং শক্তিব্যতীত ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সম্ভব হইতে পারেনা বলিয়াও কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি শ্রীরাধাকে এবং তাঁহার বিভিন্নস্বরূপকেও এই পয়ারে ঈশ্বরতত্ত্ব বলা হইয়াছে।

১৪১। ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপে যে কোনওরূপ ভেদ নাই, তাহা দেখাইতেছেন—হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক।

এই পয়ারের মর্ম্ম—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি; তাই তাহাদের অভীষ্ট ভিন্ন ভিন্ন, উপাসনাও ভিন্ন ভিন্ন। কেহ কৃষ্ণসেবা চাহেন, তাই কৃষ্ণের উপাসা করেন, কৃষ্ণের ধ্যান করেন; কেহ নারায়ণের সেবা চাহেন, তাই নারায়ণের উপাসনা করেন, নারায়ণের ধ্যান করেন; কেহ কেহবা রাম-নৃসিংহাদির সেবা চাহেন, তাই রাম-নৃসিংহাদির উপাসনা করেন, রাম-নৃসিংহাদির ধ্যান করেন। একই ঈশ্বর তাঁহার একই দেহে কৃষ্ণের উপাসককে কৃষ্ণরূপে, নারায়ণের উপাসককে নারায়ণরূপে, রাম-নৃসিংহাদ্রির উপাসকদিগকে রাম-নৃসিংহাদিরূপে দর্শনাদি দিয়া সেবা গ্রহণ করিয়া বিভিন্নভাবের ভক্তকে কৃতার্থ করেন।

একই ঈশ্বর—ঈশ্বর একজনই; একাধিক ঈশ্বর নাই, থাকিতেও পারেন না; তিনি এক এবং অদ্বিতীয় অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। উপনিষদ্ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ"—বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—বলিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত, "কৃষির্ভূবাচকশব্দোণশ্চ নিবৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"-বলিয়া স্মৃতি, "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" বলিয়া ব্রহ্মা—যাঁহার পরিচয় দিয়াছেন, তিনিই এই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর, পরম-ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাঁহার বিগ্রহ বা দেহ স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন,—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান দেহেই যে তিনি অপরিচ্ছিন্ন বিভুবস্তু, প্রকটলীলাকালে দ্বারকায় তিনি একবার তাহা দেখাইয়াছিলেন। তিনি একসময়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাগণকে স্মরণ করিয়াছিলেন; সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার পরিচ্ছিন্নবৎ—সসীমরূপে—প্রতীয়মান দেহখানিই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ছিল; (২।২১।৪৪-৬৫)। ব্রজে মৃদ্‌ভক্ষণলীলাতেও ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং অপ্রাকৃত ব্রজধামাদি দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান দেহের অপরিচ্ছিন্নত্ব প্রতিপাদন করিলেন। যাহা হউক, এই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি; প্রত্যেক শক্তির এবং শক্তি-কার্য্যের অনন্ত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

বৈচিত্রী ; এই শক্তির কার্য্য তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত মাধুর্য্য, অনন্ত রসবৈচিত্রী। এসমস্ত অনন্ত শক্তির, অনন্তশক্তি-কার্য্যের, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও রসের অনন্ত বৈচিত্রীর অনন্তরূপে সম্মিলনে আরও কত অনন্ত বৈচিত্রী। নারায়ণ, রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎস্বরূপ—এসমস্ত অনন্ত বৈচিত্রীরই মূর্ত্তবিগ্রহ। শক্তিমানের মধ্যেই শক্তির অবস্থান। সুতরাং এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর যিনি, তাঁহার একই দেহেই—তাঁহার অনন্তশক্তি, অনন্তশক্তি-কার্য্যাদি এবং তাহাদের অনন্ত-বৈচিত্রী—এবং এসমস্ত বৈচিত্রীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপ নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপসমূহ অবস্থিত। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি রংএর সমবায়ে ময়ূরকণ্ঠী রং বা বৈদূর্য্যমণির রং হয়। সমস্ত বর্ণের সমবায়ে যে বর্ণটী হয়, তাহারই নাম ময়ূরকণ্ঠী বর্ণ ; বৈদূর্য্যমণির বর্ণও ঐরূপই ; কিন্তু লাল, নীল সবুজাদির প্রত্যেক বর্ণও ঐ ময়ূরকণ্ঠীবর্ণের এবং বৈদূর্য্যমণির বর্ণেরও অন্তর্ভুক্ত ; একখানা ময়ূরকণ্ঠী রংএর কাপড়ে যেখানে যেখানে ময়ূরকণ্ঠীবর্ণ আছে, সেখানে সেখানেই লাল-নীলাদি প্রত্যেক বর্ণই আছে, ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের বাহিরে ঐ কাপড়ে লাল-নীলাদি বর্ণ থাকেনা। তদ্রূপ সমস্ত বৈচিত্রীর সমবায়ে যে ভগবৎ-স্বরূপ, তিনিই সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর, ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্রী বা ভিন্ন ভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত ; তাঁহার বহিরে কোনও বৈচিত্রী বা কোনও ভগবৎস্বরূপ নাই—থাকিতেও পারেনা। **ভক্তের ধ্যান অনুরূপ**—ভক্তের উপাসনা অনুসারে। ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে অনন্ত রস-বৈচিত্রী আছে ; সকল বৈচিত্রীতে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয়না, যে বৈচিত্রীতে যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই বৈচিত্রীর (সেই বৈচিত্রীর মূর্ত্ত বিগ্রহরূপ ভগবৎ-স্বরূপের) উপাসনা করেন, চিন্তা করেন, তাঁহার সেবা পাইতে চাহেন। তাই কেহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, কেহ নারায়ণের উপাসনা করেন, কেহ কেহ বা রাম-নৃসিংহাদির উপাসনা করেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অনুসারে সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর **একই বিগ্রহে**—তাঁহার সমস্ত বৈচিত্রীর সমবায়রূপ একই দেহে (পৃথক্ কোনও দেহে নহে) **ধরে নানাকার রূপ**—বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপ নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভক্তের গোচরীভূত—তাঁহাদের অনুভূতির বিষয়ীভূত—করেন। যিনি নারায়ণের উপাসক, তাঁহাকে নারায়ণরূপের, যিনি রামের উপাসক, তাঁহাকে রামরূপের, যিনি নৃসিংহের উপাসক তাঁহাকে নৃসিংহ-রূপের, যিনি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, তাঁহাকে তাঁহার উপাস্য-ভগবৎ-স্বরূপের রূপের দর্শনাদি দিয়া থাকেন, সেবাদি দিয়া কৃতার্থ করেন। এই নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি-রূপ তিনি তাঁহার স্বয়ংরূপ হইতে পৃথক্ কোনও বিগ্রহে দেখান না—অনন্ত-রস-বৈচিত্রীর সমবায়রূপ যে তাঁহার বিগ্রহ—দ্বিভুজ মুরলীধর বিগ্রহ—সেই বিগ্রহেই তিনি রাম-নৃসিংহাদি বিগ্রহ দেখান। যখন হইতেই ময়ূরকণ্ঠী রং আছে, তখন হইতেই যেমন তাহার মধ্যে লাল-নীল-সবুজাদি রং থাকে, তদ্রূপ অনাদিকাল হইতে অবস্থিত এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নিত্য বিগ্রহে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি রূপও অনাদিকাল হইতে নিত্য বিরাজিত। দর্শকের অবস্থান-ভেদে বা দৃষ্টিভঙ্গিভেদে ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের মধ্যেই যেমন দর্শক লাল-নীলাদি পৃথক্ পৃকক্ রূপ দেখেন, তদ্রূপ ভক্তের উপাসনা অনুসারে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহেই ভক্ত তাঁহার উপাস্য স্বরূপকে দেখিতে পারেন।

এই পয়ার হইতে বুঝা গেল—এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হইতে পৃথক্ কোনও বিগ্রহে নারায়ণ বা রাম বা নৃসিংহ বা অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত নহেন। ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের লাল-নীলাদি বর্ণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহেই তাঁহারা অবস্থিত! ময়ূরকণ্ঠী বর্ণ হইতে লাল-নীলাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের যেমন স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতেও বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কোনও ভেদ নাই।

ময়ূরকণ্ঠী রংএর ন্যায় তাহার বিভিন্ন বৈচিত্রী লাল-নীলাদি বর্ণও যেমন ময়ূরকণ্ঠী রংএর সমগ্র কাপড়খানিকে ব্যাপিয়া থাকে, তদ্রূপ এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বিগ্রহের ন্যায় তাঁহার অনন্ত রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্ত বিগ্রহরূপ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকে সর্ব্বগ অনন্ত বিভু—সর্ব্বব্যাপক। বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম তাহার অংশেও বিদ্যমান থাকে। বিভুত্ব শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের স্বরূপগত ধর্ম্ম ; তাঁহার বিভিন্ন বৈচিত্রীতেও তাহা বিদ্যমান থাকিবে।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে,

নারদপঞ্চরাত্রবচনম্ (৩।৮৬)—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ ১৫

ভট্ট কহে—কাহাঁ মুঞি জীব পামর।
কাহাঁ তুমি সেই কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥ ১৪২

অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যে কহ, সেই সত্য করি মানি॥ ১৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মণির্যথেতি। অচ্যুতো ভগবান্ তথা তেন প্রকারেণ ধ্যানভেদাৎ রূপভেদং নানারূপমবাপ্নোতি সন্দর্শনীয়ো ভবতীত্যর্থঃ। যথা যেন প্রকারেণ মণিঃ বৈদূর্য্যঃ বিভাগেন পৃথক্ পৃথক্ রূপেণ নীলপীতাদিভিঃ নানাবর্ণৈর্যুতো ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯।১৪০ পয়ারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই পয়ারের মর্ম্মের কথা চিন্তা করিলে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণই যেমন নারায়ণাদিরূপে নারায়ণাদির উপাসককে কৃতার্থ করেন, তদ্রূপ গোপী-শ্রীরাধাও লক্ষ্মী-আদিরূপে লক্ষ্মী-আদির উপাসককে কৃতার্থ করেন। নারায়ণাদির যেমন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ হইতে পৃথক্ কোনও বিগ্রহ নাই, তদ্রূপ লক্ষ্মী-আদি ভগবৎ-কান্তাগণেরও শ্রীরাধার বিগ্রহ হইতে পৃথক্ কোনও বিগ্রহ নাই। ইহাই মহাপ্রভুর মতে শাস্ত্রসম্মত বৈষ্ণব-বিশ্বাস।

দুইটী কারণে বেঙ্কটভট্টের মনে দুঃখ হইয়াছিল—তাঁহার উপাস্য নারায়ণের স্বয়ং-ভগবত্তা নিরসিত হওয়ায় এবং লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ না পাওয়ায়। এক্ষণে মহাপ্রভুর মুখে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত শুনিয়া তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে--শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ একই—নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার উপাস্য এবং গোপী-শ্রীরাধা এবং লক্ষ্মীও একই। যিনি ময়ূরকণ্ঠিবর্ণের কাপড় গায়ে জড়াইয়া রাখেন, ময়ূরকণ্ঠিবর্ণের সঙ্গে লাল-নীলাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণও যেমন তাঁহার গাত্রস্পর্শ পাইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীরাধা যখন কৃষ্ণসঙ্গ পাইয়া থাকেন, তখন শ্রীরাধার যোগে লক্ষ্মীও কৃষ্ণসঙ্গ পাইতেছেন—এই তত্ত্ব যখন বেঙ্কটভট্ট প্রভুর কৃপায় উপলব্ধি করিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দুঃখের বা ক্ষোভের কোনও কারণ থাকিতে পারেনা।

(ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রসাস্বাদন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

এই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। যথা (যেমন) মণিঃ (বৈদূর্য্যমণি) বিভাগেন (বিভাগভেদে) নীলপীতাদিভিঃ (নীল-পীতাদি নানাবর্ণে) যুতঃ (যুক্ত হয়) তথা (তদ্রূপ) অচ্যুতঃ (অচ্যুত—শ্রীকৃষ্ণ) ধ্যানভেদাৎ (ধ্যানভেদে) রূপভেদং (রূপভেদ) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)।

অনুবাদ। বৈদূর্য্যমণি যেমন বিভাগভেদে নীল-পীতাদি বর্ণযুক্ত হয়; তদ্রূপ অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণও ধ্যানভেদে বিভিন্নরূপভেদ প্রাপ্ত হয়। ১৫

মণিঃ—এস্থলে মণি-অর্থ বৈদূর্য্যমণি। বৈদূর্য্যমণিকে বহুরূপী মণিও বলে; ইহাতে বিড়ালের চক্ষু-গোলকের ন্যায় নীল-পীতাদি নানাবর্ণের সমাবেশ আছে; স্থানভেদে বা অবস্থানভেদে ইহাতে নানা বর্ণ দেখা যায়; এক দিক্ হইতে দেখিলে নীলবর্ণ, আর এক দিক্ হইতে দেখিলে পীতবর্ণ, ইত্যাদি নানাভাবে নানারূপ বর্ণ দেখা যায়। **বিভাগেন**—বিভাগভেদে; স্থানের বা দিকের বা সময়ের বিভাগভেদে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে, ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৈদূর্য্য মণির প্রতি দৃষ্টি করিলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ইহাতে দেখা যায়; অথচ মণি সকল সময়ে একই থাকে। ঠিক তদ্রূপ বিভিন্ন সাধনা লইয়া, বিভিন্নরূপ ধ্যান লইয়া অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি করিলেও তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যাইবে। যাঁহার যেরূপ ধ্যান, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সেই রূপই দেখিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪২। সেইকৃষ্ণ—যেই কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা তুমি প্রতিপন্ন করিলে।

মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণদর্শন॥ ১৪৪
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহো না পায় সীমা॥ ১৪৫
এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা করি॥ ১৪৬
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥ ১৪৭
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥ ১৪৮
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট—না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে॥ ১৪৯
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈল অচেতন।
এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥ ১৫০
ঋষভ-পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাহাঁ স্তুতি-নতি করি॥ ১৫১
'পরমানন্দপুরী তাহাঁ রহে চতুর্ম্মাস।'
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরীগোসাঞি-পাশ॥ ১৫২
পুরীগোসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমে পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৫৩
তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সেই বিপ্রঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে॥ ১৫৪
পুরীগোসাঞি কহে—আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে॥ ১৫৫
প্রভু কহে—তুমি পুন আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে॥ ১৫৬
'তোমার নিকটে রহি' হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥ ১৫৭
এত বলি তার ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা॥ ১৫৮
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে॥ ১৫৯
শিবদুর্গা রহে তাহাঁ ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে॥ ১৬০
তিনদিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্তকথা কহে দুইজন॥ ১৬১
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্ঠী॥ ১৬২
দক্ষিণমথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।
তাহাঁ দেখা হৈলা এক-ব্রাহ্মণ-সহিতে॥ ১৬৩
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥ ১৬৪
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক?—বিপ্র পাক নাহি করে॥ ১৬৫
মহাপ্রভু কহে তাঁরে—শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল, কেনে পাক নাহি হয়?॥ ১৬৬
বিপ্র কহে—প্রভু! মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥ ১৬৭
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন॥ ১৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৫। **রূপগুণৈশ্বর্য্যের**—রূপের, গুণের এবং ঐশ্বর্য্যের।

১৪৬। **কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি**—ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। ভট্টের গর্ব্ব যে খর্ব্ব হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই পয়ারে।

১৫২। **পরমানন্দপুরী**—ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই।

১৫৫। **পুরুষোত্তম**—শ্রীক্ষেত্র। **গৌড়**—বাঙ্গালাদেশ।

১৬৪। **বিরক্ত**—সংসারে আসক্তিশূন্য। **মহাজন**—মহান্ত। ১।১।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬৭-৬৮। এই দুই পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা রামভক্ত বিপ্রের ভজনাবেশের কথা। বুঝা যাইতেছে—প্রভু যখন তাঁহাকে পাকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি রামচন্দ্রের বনবাস-লীলার স্মরণ

তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥ ১৬৯
প্রভু ভিক্ষা কৈল—দিন তৃতীয় প্রহরে।
নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে ॥ ১৭০
প্রভু কহে—বিপ্র ! কাঁহে কর উপবাস ?।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ ? ॥ ১৭১
বিপ্র কহে—জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥ ১৭২
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে—ইহা কর্ণে শুনি ॥ ১৭৩
এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায় ॥ ১৭৪
প্রভু কহে—এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার ? ॥ ১৭৫
ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ ১৭৬
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ॥ ১৭৭
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥ ১৭৮
'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর'।
বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ১৭৯
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে ॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

করিতেছিলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এই তিনজন পঞ্চবটীবনে বাস করিতেছিলেন; রামভক্ত বিপ্রও অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে তাঁহাদের দাস বা দাসীরূপে (সম্ভবতঃ দাসী-অভিমানই তিনি পোষণ করিতেন; দাস অভিমান থাকিলে লক্ষ্মণের পরিবর্ত্তে অথবা লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনিও হয়তো ফল-মূল-আহরণে বাহির হইয়া যাইতেন; যাহা হউক, সম্ভবতঃ দাসীরূপে) পঞ্চবটীবনে তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন বলিয়া মনে করিতেছিলেন। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন—লক্ষ্মণ যেন বন্য ফল-মূল ও শাকাদি আনিতে গিয়াছেন; তিনি ফিরিয়া আসিলে সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের আহারের যোগাড় করিবেন; লক্ষ্মণের ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় তাঁহারা সকলে বসিয়া আছেন। বিপ্র যখন এরূপ ভাবনায় নিমগ্ন, তখন প্রভু তাঁহাকে পাক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন; প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহার যেন একটু বাহ্য হইল—কিন্তু অন্তরের আবেশ তাঁহার তখনও ছুটে নাই; তাই তিনি সেই আবেশের বশে বলিলেন—"প্রভু, আমি বনে (পঞ্চবটীবনে ?) বাস করি; এখানে পাকের সামগ্রী দুর্লভ; লক্ষ্মণ বন্য ফল-মূলাদি আনিতে গিয়াছেন; তিনি ফিরিয়া আসিলেই সীতাঠাকুরাণী পাকের যোগাড় করিবেন।"

১৬৯। **তাঁর উপাসনা**—বিপ্রের উপাসনা-প্রণালী; অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে লীলাস্মরণ-প্রণালীর অনুসরণ। **অস্তেব্যস্তে**—ধীরে ধীরে; খুব তাড়াতাড়ি না করিয়া, লীলাস্মরণের আবেশ ছুটিয়া গেলে পর।

১৭০। **তৃতীয় প্রহরে**—এক প্রহর বেলা থাকিতে। **নির্ব্বিণ্ণ**—খিন্ন; দুঃখিত। মনের দুঃখে বিপ্র আর আহার করিলেন না। দুঃখের কারণ পরবর্ত্তী ১৭২-৭৪ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

১৭২। **অগ্নি জলে প্রবেশিয়া**—আগুনে বা জলে পড়িয়া।

১৭৩। বিপ্রের দুঃখের কারণ বলিতেছেন। পঞ্চবটীবনের নির্জ্জন কুটীর হইতে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; রামভক্ত বিপ্র এই সীতাহরণ-লীলা স্মরণ করিয়া দুঃখে অধীর হইয়া গিয়াছিলেন, সেই দুঃখেই তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

১৭৫-৮০। প্রভু বিপ্রকে সান্ত্বনা দিতেছেন। প্রভু বলিলেন—"সীতাদেবী চিচ্ছক্তিরূপিণী, ঈশ্বর-প্রেয়সী; প্রাকৃত হস্ত তাঁহাকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, প্রাকৃত নয়নও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। সুতরাং প্রাকৃত রাক্ষস রাবণ কিছুতেই সীতাদেবীকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। রাবণ কুটীরদ্বারে আসামাত্রই সীতাদেবী অন্তর্হিত হইলেন; অন্তর্হিত হইলে তাঁহারই ন্যায় অকৃতিবিশিষ্টা এক মায়ামূর্ত্তি তাঁহার স্থলে আসিল। এই মায়ামূর্ত্তি দেখিয়াই

প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ ॥ ১৮১
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন ॥ ১৮২
দুর্ব্বেশন-রঘুনাথে করি দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন। ১৮৩
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥ ১৮৪
বিপ্র-সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥ ১৮৫
'মায়াসীতা নিল রাবণ'—শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥ ১৮৬
'পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগৃহিণী ॥ ১৮৭
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা-আবরণ ॥ ১৮৮
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥ ১৮৯
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥ ১৯০
তবে মায়া-সীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান ॥ ১৯১
শুনিঞা প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ১৯২
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল ॥ ১৯৩
নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল ॥ ১৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

রাবণ মনে করিলেন—ইনিই শ্রীরামগৃহিণী সীতাদেবী। তাহাকেই তিনি লইয়া গেলেন। বিপ্র ! তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর ; কুভাবনা ভাবিও না।" **চিদানন্দমূর্ত্তি**—চিন্ময় ও আনন্দময়মূর্ত্তি ; শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ। **প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে**—প্রাকৃত চক্ষু-আদি দ্বারা। **আকৃতি মায়া**—আকৃতিরূপা মায়া। মায়ানির্ম্মিতা আকৃতি ; মায়াসীতা। **অপ্রাকৃত বস্তু** ইত্যাদি—কোনও অপ্রাকৃত বস্তুই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না—প্রাকৃত চক্ষুতে দেখা যায় না, প্রাকৃত কানে অপ্রাকৃত বস্তুর শব্দ শুনা যায় না, প্রাকৃত নাসিকায় অপ্রাকৃত বস্তুর গন্ধ পাওয়া যায় না ইত্যাদিরূপে কোনও বস্তুই কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এজন্যই ভগবান্ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও প্রাকৃত জীব আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, তাঁহার অঙ্গগন্ধাদি পাই না। **বেদ পুরাণে** ইত্যাদি—অপ্রাকৃত বস্তু যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না, সমস্ত বেদ-পুরাণাদিই তাহা বলিতেছেন।

১৮৫-৮৬। রামেশ্বরে ব্রাহ্মণ-সভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ হইতেছিল ; প্রভু সেই সভায় গিয়া পাঠ শুনিলেন ; সেখানে প্রভু শুনিলেন—রাবণ প্রকৃত-সীতাদেবীকে হরণ করেন নাই, হরণ করিয়াছেন মায়া-সীতাকে। শুনিয়া প্রভুর মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল—কারণ, তিনি পূর্ব্বে রামভক্ত বিপ্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, পুরাণও তাহাই বলিতেছেন।

১৮৭-৯১। রামেশ্বরের বিপ্রসভায় পুরাণপাঠ শুনিয়া প্রভু জানিতে পারিলেন—"পঞ্চবটীবনে রাবণকে দেখিয়া একাকিনী-সীতা অগ্নির শরণ লইলেন। অগ্নিদেব তাঁহাকে লইয়া পার্ব্বতীর নিকটে রাখিলেন এবং সীতার এক মায়ামূর্ত্তি আনিয়া রাবণের সম্মুখে রাখিলেন ; রাবণ তাহাই লইয়া গেলেন। রাবণ-বধের পরে রামচন্দ্র যখন সীতার অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করিলেন, তখন মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, অগ্নি তাহাকে রাখিয়া প্রকৃত সীতাকে আনিয়া শ্রীরামের নিকট দিলেন।"

১৯২। রামদাস বিপ্র—১৬৩ পয়ারোক্ত দক্ষিণ-মথুরাস্থিত রামভক্ত বিপ্র।

১৯৩। সেই পত্র—কূর্ম্মপুরাণের যে পাতায় সীতাহরণের বিবরণ লিখিত আছে, সেই পাতা।

১৯৪। নূতন পত্র—নূতন একখণ্ড কাগজে সেই পাতার লেখা নকল করিয়া গ্রন্থের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

পত্র লঞা পুন দক্ষিণ-মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা॥ ১৯৫

তথাহি কূর্ম্মপুরাণে—
সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥ ১৬
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥ ১৭

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥ ১৯৬

বিপ্র কহে—তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥ ১৯৭

মহা দুঃখ হৈতে মোরে করিলা নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥ ১৯৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সীতয়েতি। সীতয়া কর্তৃভূতয়া বহ্নিরগ্ন্যধিষ্ঠাতা দেবঃ আরাধিতঃ সন্ ছায়াসীতাং মায়াসীতাং অজীজনৎ আবির্ভাবিতবান্ তাং ছায়াসীতাং দশগ্রীবো রাবণো জহার হৃতবান্ সীতা স্বয়ংরূপা জানকী বহ্নিপুরং অগ্নের্বাসং গতা প্রাপ্তবতীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১৬

পরীক্ষেতি। রাবণবধানন্তরং সীতায়াঃ বহ্নিপরীক্ষাসময়ে সা ছায়াসীতা বহ্নিং অগ্নিকুণ্ডং বিবেশ প্রবেশিতবতীত্যর্থঃ। বহ্নিরগ্নিদেবঃ স্বপুরাৎ নিজনিবাসাৎ সীতাং স্বয়ংরূপাং জানকীং পুনঃ সমানীয় উদনীয়ৎ রামায় দত্তবানিত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

প্রতীতি লাগি—রামভক্ত বিপ্রের বিশ্বাসের নিমিত্ত পুরাতন পাতা প্রভু লইয়া আসিলেন। নূতন কাগজে নূতন লেখা দেখিলে উহা কৃত্রিম বলিয়া বিপ্রের সন্দেহ হইতে পারিত।

১৯৫। কূর্ম্মপুরাণের সেই পুরাতন পত্রে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী লিখিত ছিল।

শ্লো। ১৬-১৭। অন্বয়। সীতয়া (সীতাকর্তৃক) আরাধিতঃ (আরাধিত—প্রার্থিত—হইয়া) বহ্নিঃ (অগ্নি—অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ছায়াসীতাং (মায়াসীতা) অজীজনৎ (উৎপাদন করিয়াছিলেন)। দশগ্রীবঃ (দশানন রাবণ) তাং (তাহাকে—সেই মায়াসীতাকে) জহার (হরণ করিয়াছিল); সীতা (সীতা দেবী) বহ্নিপুরং (অগ্নিদেবের পুরীতে) গতা (গমন করিয়াছিলেন)। পরীক্ষা-সময়ে (রাবণ-বধের পরে সীতার অগ্নিপরীক্ষা সময়ে) সা (সেই) ছায়াসীতা (মায়াসীতা) বহ্নিং বিবেশ (অগ্নিতে প্রবেশ করেন)। বহ্নিঃ (অগ্নিদেব) স্বপুরাৎ (নিজ পুরী হইতে) সীতাং (স্বয়ংরূপা জানকীকে) সমানীয় (আনিয়া) উদনীনয়ৎ (রামচন্দ্রকে দান করেন)।

অনুবাদ। সীতাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নিদেব এক মায়াসীতার সৃষ্টি করিলেন; এই মায়াসীতাকেই দশানন রাবণ হরণ করিয়াছিল; আর সত্য সীতা অগ্নিদেবের পুরীতে গমন করেন। রাবণ-বধের পরে সীতার অগ্নিপরীক্ষা-সময়ে সেই মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন; আর অগ্নিদেব নিজ পুরী হইতে স্বয়ংরূপা সীতাদেবীকে আনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে দান করেন। ১৬-১৭

যে সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ পঞ্চবটীবনে শ্রীরামচন্দ্রের কুটীরের অঙ্গনে প্রবেশ করে, তখন কুটীরমধ্যে সীতাদেবী একাকিনী ছিলেন। দুষ্টমতি রাবণ কৌশলে পূর্ব্বেই শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণকে কুটীর হইতে দূরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। তাহার পার্ষদ মারীচকে এক স্বর্ণমৃগ সাজাইয়া কুটীরের নিকটে পাঠাইয়াছিল; স্বর্ণমৃগ দেখিয়া সীতাদেবীর লোভ জন্মিল, ঐ মৃগ ধরিয়া দেওয়ার নিমিত্ত তিনি রামচন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা জানাইলেন। প্রেমবতী ভার্য্যার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া রামচন্দ্র মৃগের অন্বেষণে বাহির হইলেন, লক্ষ্মণকে কুটীর রক্ষার ভার দিয়া গেলেন। মৃগরূপী কুচক্রী মারীচ দৌড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল, রামচন্দ্রও তাহার অনুসরণ করিলেন; অবশেষে তিনি মৃগের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন; বাণাহত হইয়া মৃগরূপী মারীচ ভূপতিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের স্বর

মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেইদিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দর্শনে॥ ১৯৯
এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥ ২০০
সেই রাত্রি তাহাঁ রহি তাঁরে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি॥ ২০১
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী-তীরে।
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে॥ ২০২
চিড়য়তালা-তীর্থে দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন॥ ২০৩
গজেন্দ্রমোক্ষণতীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি॥ ২০৪
চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥ ২০৫
মলয়পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।
কন্যাকুমারী তাহাঁ কৈল দরশন॥ ২০৬
আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লার দেশেতে আইলা—যাহাঁ ভট্টমারি ২০৭
তমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বাতাপানী।
রঘুনাথ দেখি তাহাঁ বঞ্চিলা রজনী॥ ২০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুকরণ করিয়া—"ভাই লক্ষ্মণ! আমি রাক্ষসের হাতে বিপন্ন, শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর"—ইত্যাদি বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সীতাদেবী লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। অরক্ষিত কুটীরে সীতাদেবী একাকিনী রহিলেন। সুযোগ বুঝিয়া রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া কুটীর দ্বারে উপনীত হইল। সীতাদেবী সঙ্কটে পড়িলেন। কুটীর হইতে একাকিনী বাহির হইতেও সাহস হয় না; বাহির না হইলেও ভিক্ষার্থী বিমুখ হইয়া যায়। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়াই বোধ হয় তিনি অগ্নিদেবের শরণাপন্ন হয়েন; অগ্নিদেব দুষ্ট রাবণের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া জানকীকে রক্ষা করিয়া মায়াসীতাকে রাবণের নিকটে পাঠাইলেন। রাবণ এই মায়াসীতাকেই নিয়া লঙ্কায় অশোকবনে রাখিল। রাবণবধের পরে এই মায়াসীতাকেই রামচন্দ্র উদ্ধার করিয়া নিজের নিকটে আনিলেন। অবশ্য, ইনি যে মায়াসীতা—সত্যসীতা নহেন, সত্যসীতা যে অগ্নিদেবের পুরীতে—এসমস্ত রামচন্দ্র জানিতেন না; জানিলে লীলারসের পুষ্টি হইত না। লীলাশক্তিই লীলারসের পুষ্টির নিমিত্ত এ সমস্ত বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যাহাহউক, যদিও শ্রীরামচন্দ্র জানিতেন—সীতাদেবী কলঙ্কহীনা; তথাপি লোকতুষ্টির নিমিত্ত তিনি সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। তিনি সীতাদেবীকে বলিলেন—"তোমাকে দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে উদ্ধার করা আমার কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিয়াছি। তুমি এত দীর্ঘকাল (দশমাস) দুর্ব্বৃত্ত রাবণের অধীনে ছিলে; তোমার দেহ যে অপবিত্র হয় নাই, যদি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রমাণ দিতে পার, তাহা হইলেই আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি।" অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। অগ্নি-পরীক্ষার মর্ম্ম এই—একটী অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হয়; পরীক্ষার্থীকে সেই কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যদি আগুন তাহাকে স্পর্শ না করে, অক্ষতদেহে যদি সেই ব্যক্তি অগ্নিকুণ্ড হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে বাহির হইয়া আসিতে পারে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি নির্দ্দোষ।

রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অগ্নিদেব পূর্ব্বেই নিজপুরী হইতে অদৃশ্যভাবে সীতাদেবীকে আনিয়া পরীক্ষাস্থলে রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে মায়াসীতা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, স্বয়ংরূপা-জনকনন্দিনী অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রণতা হইলেন।

১৭শ শ্লোকের শেষচরণে "স্বপুরাদুদনীনয়ৎ"-স্থলে "তৎপুরস্তদনীনয়ৎ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ একই।

২০২। বুলে—ভ্রমণ করেন।

২০৫। "চামতাপুরে"-স্থলে "চামড়ানূর" ও "রামভান্ম" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২০৭। ভট্টমারি—বামাচারী সন্ন্যাসিবিশেষ।

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারিসহ তাঁর হৈল দরশন ॥ ২০৯
স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য্য-সরল-বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥ ২১০
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি-ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥ ২১১
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে—।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ? ॥ ২১২
তুমিহ সন্ন্যাসী দেখ আমিহ সন্ন্যাসী।
আমায় দুঃখ দেহ তুমি, ন্যায় নাহি বাসি ॥ ২১৩
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা ॥ ২১৪
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাথে হৈতে।
খণ্ডখণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে ॥ ২১৫
ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন ॥ ২১৬
সেইদিনে চলি আইলা পয়স্বিনী-তীরে।
স্নান করি গেলা আদিকেশব-মন্দিরে ॥ ২১৭
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি-স্তুতি নৃত্য-গীত বহুত করিলা ॥ ২১৮
প্রেম দেখি লোকের হৈল মহা চমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥ ২১৯
মহাভক্তগণ-সহ তাহাঁ গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাহাঁই পাইল ॥ ২২০
পুথি পাইয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার ॥ ২২১
সিদ্ধান্তশাস্ত্র-নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১০। **স্ত্রী-ধন**—স্ত্রীলোক ও ধনসম্পত্তি।

২১৩। **ন্যায় নাহি বাসি**—সঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

২১৪। **মারিবারে**—প্রভুকে মারিতে।

২১৫। **তার অস্ত্র** ইত্যাদি—ভট্টমারিদের অস্ত্র তাহাদের নিজেদেরই দেহে পড়িল; তাহাদের নিজেদের অস্ত্রে তাহারা নিজেরাই আহত হইল। ইহা প্রভুর ঐশ্বর্য্যশক্তিরই এক খেলা।

২১৬। **কেশে ধরি** ইত্যাদি—প্রভু কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণকে কেশে ধরিয়া সেস্থান হইতে লইয়া আসিলেন।

কৃষ্ণদাস-ব্রাহ্মণের উপলক্ষ্যে প্রভু দেখাইলেন—যে সম্প্রদায়ে কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন আছে, তাহার সংশ্রবে যাওয়া সাধকের পক্ষে সঙ্গত নহে; দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ এরূপ কোনও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলে প্রভু কৃপা করিয়া উদ্ধার না করিলে তাহার আর নিস্তার নাই।

কৃষ্ণদাস স্বয়ং-মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারই পার্ষদ; স্বয়ং প্রভুর সেবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়, কামিনী-কাঞ্চন তো দূরের কথা, সালোক্যাদি মুক্তির লোভও তাঁহাদের মনকে বিচলিত করিতে পারে না। প্রভুর পার্ষদ কৃষ্ণদাসের মন ভট্টমারিদের কামিনী-কাঞ্চনে প্রলুব্ধ হওয়ার কোনও হেতু থাকিতে পারে না; যাহারা ভজনমার্গের অতি উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত, কামিনী-কাঞ্চন হইতে তাঁহাদেরও যে ভয়ের কারণ আছে, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভুর এই লীলা।

২১৯। **প্রভুর পরম সৎকার**—প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি-প্রদর্শন।

২২০। **মহাভক্তগণ**—পরম ভাগবতগণ। **গোষ্ঠী**—ইষ্টগোষ্ঠি; কৃষ্ণকথার আলাপন। **ব্রহ্ম-সংহিতা-ধ্যায়**—ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়। **তাহাঁই**——পয়স্বিনীতীরে আদিকেশব-মন্দিরে। ব্রহ্মসংহিতা একখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ; ইহা স্বয়ং ব্রহ্মারই রচিত বলিয়া কথিত আছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থে একশত অধ্যায় ছিল বলিয়া জানা যায়;

অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতিসার ॥ ২২৩
বহুযত্নে সেই পুথি নিল লেখাইয়া।
অনন্তপদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা ॥ ২২৪
দিন-দুই পদ্মনাভের করি দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইল শ্রীজনার্দ্দন ॥ ২২৫
দিন দুই তাহাঁ করি কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ ॥ ২২৬
সিংহারিমঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥ ২২৭
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাহাঁ তত্ত্ববাদী।
উড়ুপ-কৃষ্ণ দেখি তাহাঁ হৈলা প্রেমোন্মাদী ॥ ২২৮
নর্ত্তকগোপাল কৃষ্ণ পরমমোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥ ২২৯
গোপীচন্দন-ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইলা কোনমতে ॥ ২৩০
মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥ ২৩১
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্যগীত কৈল ॥ ২৩২
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদি-জ্ঞানে।
প্রথমদর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে ॥ ২৩৩
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব-জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার ॥ ২৩৪
তাঁ-সভার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তাঁ-সভা-সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ ॥ ২৩৫
তত্ত্ববাদি-আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন— ॥ ২৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিন্তু পয়স্বিনীতীরে প্রভু কেবল পঞ্চম অধ্যায়টী মাত্র দেখিতে পায়েন; দেখিয়া প্রভু তাহা পড়িলেন, পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন; গ্রন্থখানি নকল করাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিলেন; আনিয়া গৌড়ের ভক্তদের দিলেন; এইরূপেই বঙ্গদেশে এই গ্রন্থের প্রচলন হয়। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণধামের তত্ত্ব ও মহিমাদি বিবৃত আছে।

২২৮। **মধ্বাচার্য্য-স্থানে**—শ্রীপাদমধ্বাচার্য্যের শ্রীপাটে। **তত্ত্ববাদী**—শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদিগকে তত্ত্ববাদী বলে; ইঁহারা দ্বৈতবাদী এবং শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের ভয়ানক বিরোধী। **উড়ুপ**—চন্দ্র। **উড়ুপকৃষ্ণ**—চন্দ্রকৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র।

২২৯। **নর্ত্তকগোপাল**—উড়ুপ-কৃষ্ণের বিগ্রহ নর্ত্তক-গোপালের (নৃত্যকারী বালগোপালের) বেশে গঠিত। **মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া**—কথিত আছে, কোনও বণিক্ নৌকাযোগে দ্বারকা হইতে আসিতেছিলেন; নৌকা যখন এই স্থানের (মধ্বাচার্য্যের শ্রীপাটের) নিকটে আসে, তখন ইহা জলমগ্ন হয়। সেই নৌকায় অনেক গোপীচন্দন ছিল; গোপীচন্দনের মধ্যে বালগোপালের মূর্ত্তি ছিলেন। গোপীচন্দনসহ তিনিও জলমগ্ন হইলেন; জলমগ্ন হইয়া তিনি স্বপ্নযোগে মধ্বাচার্য্যকে সমস্ত বিবরণ বলিয়া জলের ভিতর হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে মধ্বাচার্য্য তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার সেবা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

২৩৩। **মায়াবাদিজ্ঞানে**—সন্ন্যাসী দেখিলেই তৎকালে লোকে শঙ্করাচার্য্যের অনুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিত। **না কৈল সম্ভাষণে**—প্রভুকে অদ্বৈতবাদী মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলেন নাই। কথিত আছে, তৎকালে তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদীর মুখ দেখিলেও সবস্ত্রে স্নান করিতেন।

২৩৪। প্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া তত্ত্ববাদীদের সন্দেহ ঘুচিয়া গেল; তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—প্রভু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী।

২৩৫। **গোষ্ঠী**—তত্ত্বাদি সম্বন্ধীয় আলোচনা।

২৩৬। **পরম প্রবীণ**—অত্যন্ত অভিজ্ঞ। **তত্ত্ববাদি-আচার্য্য**—তত্ত্বাবাদীদের আচার্য্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধনশ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥ ২৩৭

আচার্য্য কহে—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ২৩৮

পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ২৩৯

প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবাফলের পরমসাধন ॥' ২৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩৭। তত্ত্বাবাদীদের গর্ব্ব ছিল—তাঁহাদের সাধ্য এবং তাঁহাদের সাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রভু এই গর্ব্ব দূর করার উদ্দেশ্যে সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে তাঁহাদের আচার্য্যকে প্রশ্ন করিলেন।

২৩৮-৩৯। প্রভুর প্রশ্ন শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলেই শ্রেষ্ঠ সাধন অনুষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ সাধন। এই সাধনের অনুষ্ঠান—অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ—করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে; তাহা হইতেই পঞ্চবিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়। তাহা হইলে পঞ্চবিধা মুক্তিই হইল শ্রেষ্ঠ সাধ্য।" পরবর্ত্তী ২৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ। ইহাই **কৃষ্ণভক্তের সাধন**—কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায়। ২।৮।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পঞ্চবিধ মুক্তি**—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই পাঁচ রকমের মুক্তি। ১।৩।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন"—এই পয়ারার্দ্ধে একটী কথা বিবেচ্য। তত্ত্ববাদীরা দ্বৈতবাদী; তাঁহারা অদ্বৈতবাদের ভয়ানক বিরোধী—এমন বিরোধী যে, প্রভুকে প্রথমে অদ্বৈতবাদী মনে করিয়া তাঁহার সহিত কথাই বলেন নাই। এরূপ অবস্থায়, তাঁহারা যে অদ্বৈতবাদীদের সাধনের লক্ষ্য সাযুজ্যমুক্তি (পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে এক রকম মুক্তি) কামনা করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না; সাযুজ্যমুক্তির অভিলাষ দ্বৈতবাদের বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ সাযুজ্যমুক্তির স্থানও বৈকুণ্ঠে নহে—বৈকুণ্ঠের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ধাম সিদ্ধলোকে। আর বৈকুণ্ঠ বলিতে যদি পরব্যোমকে বুঝায় বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধলোকও অবশ্য তাহার অন্তর্ভুক্তই হয় (১।৫।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); কিন্তু তাহা হইলেও সাযুজ্যমুক্তি দ্বৈতবাদীদের প্রার্থনীয় হইতে পারে না। এসমস্ত কারণে মনে হয়—"পঞ্চবিধ মুক্তি"-স্থলে "চতুর্ব্বিধ মুক্তি"-পাঠ হইলেই সঙ্গত হইত। সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ বশতঃই "চতুর্ব্বিধ"-স্থলে "পঞ্চবিধ" পাঠ হইয়া গিয়াছে।

২৪০। তত্ত্ববাদী আচার্য্যের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"আচার্য্য! তুমি বলিতেছ, শ্রীকৃষ্ণে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সমর্পণই কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে; শাস্ত্র বলেন—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। আর তুমি বলিতেছ,—পঞ্চবিধা মুক্তিই কৃষ্ণভক্তির ফল; শাস্ত্র তাহাও বলেন না; শাস্ত্র বলেন—শ্রীকৃষ্ণের সেবাই কৃষ্ণভক্তির ফল। তাহাহইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই হইল সাধ্য, আর তার সাধন হইল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি।"

শ্রবণ-কীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদির শ্রবণ ও কীর্ত্তন। শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপলক্ষণে নববিধা ভক্তির কথাই এস্থলে বলা হইতেছে। **কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-ফল**—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ ফল; প্রেমের (প্রীতির) সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই প্রীতিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা, তাহাকেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনের ফল বলা হইয়াছে। **পরম-সাধন**—শ্রেষ্ঠ সাধন (বা উপায়)।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই যে শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভাঃ ৭।৫।২৩, ২৪)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ১৮

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পাদসেবনং পরিচর্য্যা অর্চ্চনং পূজা দাস্যং কর্ম্মার্পণং সখ্যং তদ্বিশ্বাসাদি আত্মনিবেদনং দেহসমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণ-পালনাদি-চিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিত্যর্থঃ। ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা অধীতেন চেদ্ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়েত সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত তদুত্তমমধীতং মন্যে নত্বস্মদ্গুরোরধীতং তথাবিধং কিঞ্চিদস্তীতিভাবঃ। স্বামী। ১৮-১৯।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৮-১৯। অন্বয়। বিষ্ণোঃ (শ্রীবিষ্ণুর) শ্রবণং (শ্রবণ), কীর্ত্তনং (কীর্ত্তন), স্মরণং (স্মরণ), পাদসেবনং (পাদসেবন), অর্চ্চনং (অর্চ্চন), বন্দনং (বন্দন), দাস্যং (দাস্য), সখ্যং (সখ্য), আত্মনিবেদনং (আত্মনিবেদন), ইতি (এই) নবলক্ষণা (নবলক্ষণা—নববিধা) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভগবতি বিষ্ণৌ (ভগবান্ বিষ্ণুতে) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) অর্পিতা (অর্পিতা) [সতী] (হইয়া) চেৎ (যদি) পুংসা (কোনও ব্যক্তিকর্ত্তৃক) ক্রিয়েত (কৃত—অনুষ্ঠিত হয়), তৎ (তাহাকে) উত্তমং (উত্তম) অধীতং (অধ্যয়ন) মন্যে (মনে করি)।

অনুবাদ। শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি (প্রথমতঃ) ভগবান্ বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পিত হইয়া (তাহার পরে) কোনও ব্যক্তিকর্ত্তৃক যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাহইলে তাহাকেই আমি উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি।

প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজেকে অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে মন্দর-পর্ব্বতে গমন করিয়া উৎকট তপস্যায় রত হইয়াছিলেন (শ্রী, ভা, ৭।৩।১-২)। যখন তিনি এইভাবে তপস্যায় নিরত ছিলেন, তখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে দেবতাগণ দৈত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন; ভয়ে দৈত্যগণ গৃহ-স্বজনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। দেবরাজ ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর রাজপুরী বিনষ্ট করিয়া দৈত্যরাজ-মহিষীকে লইয়া গেলেন; তিনি ছিলেন তখন অন্তঃস্বত্ত্বা। পথিমধ্যে নারদের সহিত ইন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে নারদ ইন্দ্রকে উপদেশ দিলেন; তাহার ফলে দেবরাজ হিরণ্যকশিপুর মহিষীকে নারদের হস্তে অর্পণ করিলেন। নারদ তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে নিয়া কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নারদের কৃপায় গর্ভস্থ শিশুও সেই উপদেশ শ্রবণ এবং হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। এই শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহারই নাম হইল প্রহ্লাদ। নারদের কৃপায় মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালে প্রহ্লাদ যে ভক্তিতত্ত্ব শুনিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই; ভূমিষ্ঠ হইয়াও তিনি তদনুসারে নিজেকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন (শ্রী, ভা, ৭ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়)। নারদের কৃপাই প্রহ্লাদের ভক্তির মূল। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মার বর লাভ করিয়া হিরণ্যকশিপু প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, স্বর্গ জয় করিয়া ইন্দ্রপুরীতেই বাস করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তিনি স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদকে অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে পাঠাইলেন।

গুরুগৃহে অধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে প্রহ্লাদ যখন পিতার চরণে যাইয়া প্রণত হইলেন, তখন তাঁহার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও স্নেহভরে আলিঙ্গনাদি করিয়া বলিলেন—"বৎস! এত কাল গুরুগৃহে থাকিয়া যাহা শিখিয়াছ, তাহার মধ্যে উত্তম যাহা, তাহার কিঞ্চিৎ শুনাও দেখি।" তখনই পিতার কথার উত্তরে প্রহ্লাদ এই শ্লোক দুইটী বলিয়াছিলেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের নাম ষণ্ডামার্ক—ষণ্ড ও অমার্ক। হিরণ্যকশিপু তাঁহাদের হস্তেই প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে বিষ্ণু-বিদ্বেষই শিক্ষা দিতেন। হিরণ্যকশিপুর কথা শুনিয়া এক্ষণে প্রহ্লাদ মনে মনে বলিলেন—"বিপ্রাধম ষণ্ডামার্ক আমার গুরুই নহেন; শ্রীনারদই আমার প্রকৃত গুরু; তাঁহার মুখে ভক্তিসম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তো প্রকৃত শিক্ষা। সেই শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই এক্ষণে পিতার কথার উত্তর দেওয়া যাউক (চক্রবর্ত্তী)।" মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া প্রহ্লাদ বলিলেন—"শ্রবণং কীর্ত্তনমিত্যাদি।"—"বাবা! শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি আগে বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া পরে যদি কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আমি মনে করি, তাঁহার অধ্যয়নই সর্ব্বোত্তম হইয়াছে—তিনি যদি কিছু অধ্যয়ন না করিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার তদ্রূপ অনুষ্ঠানই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম অধ্যয়ন হইবে (অর্থাৎ তদ্দ্বারাই তিনি সর্ব্বোত্তম অধ্যয়নের ফল পাইবেন); কিন্তু বাবা! ষণ্ডামার্কের নিকটে আমি যে অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহা উত্তম অধ্যয়ন নয়।"

নবলক্ষণা—নয়টী লক্ষণ যাহার; শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি নয়টী সাধনাঙ্গ হইল শুদ্ধা ভক্তির নয়টী লক্ষণ; এই নয়টী লক্ষণদ্বারা যে ভক্তিকে চিনিতে পারা যায়, তাহারই নাম নবলক্ষণা ভক্তি বা নববিধা ভক্তি। **নবলক্ষণা ভক্তিঃ**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ। এই নববিধা ভক্তি যদি প্রথমে **ভগবতি বিষ্ণৌ**—ভগবান্ বিষ্ণুতে **অর্পিতা**—সমর্পিতা হইয়া তাহার পরে **পুংসা**—পুরুষকর্ত্তৃক, কোনও ব্যক্তিকর্ত্তৃক (এস্থলে পুংসা শব্দে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে জীবমাত্রকেই বুঝাইতেছে; সুতরাং নববিধা ভক্তি যদি বিষ্ণুতে সমর্পিত হইয়া কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক) **ক্রিয়েত**—কৃত বা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই তাহা শুদ্ধাভক্তি বলিয়া কথিত হয় এবং এইরূপ শুদ্ধাভক্তির যে অনুষ্ঠান, **তৎ**—তাহাই **উত্তমং অধীতং**—উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া আমি **মন্যে**—মনে করি। সর্ব্বোত্তম অধ্যয়নের যাহা ফল, এইরূপ শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান যিনি করেন, ঐ অনুষ্ঠানদ্বারাই তিনি সেই ফল পাইতে পারেন। নববিধা ভক্তিকে কিরূপে বিষ্ণুতে সমর্পণ করিতে হইবে? **অদ্ধা**—সাক্ষাৎরূপে, ফলরূপে বা পরম্পরারূপে নহে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফল অর্পণ না করিয়া সাক্ষাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকেই ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে—"এসমস্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভগবানেরই নিমিত্ত, ভগবানেরই প্রীতির নিমিত্ত, আমার ধর্ম্মার্থাদি লাভের নিমিত্ত নহে, আমার ইহকালের বা পরকালের কোনওরূপ সুখের নিমিত্ত নহে—"এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া যদি কেহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন—কিন্তু আগে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া পরে সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলমাত্র ভগবানে অর্পণ করার কথা যদি তাঁহার মনেও না জাগে, তাহা হইলেই বলা যায় যে, তিনি আগে তৎসমস্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া পরে তৎসমস্তের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ভৃত্য গ্রীষ্মকালে পাখা কিনিয়া আনিয়া কর্ত্তাকে দিল; তাহা তখন কর্ত্তার পাখা হইল; সেই পাখা দিয়াই ভৃত্য কর্ত্তার দেহে বাতাস করিয়া তাঁহার সুখবিধান করে—ইহাতে ভৃত্যের লাভের আশা কিছু নাই। ইহা হইল—আগে অর্পণ, পরে অনুষ্ঠানের ন্যায়। আবার আর এক ভৃত্য নিজের পাখা দ্বারা কর্ত্তাকে বাতাস করিল; ইহা হইল—আগে অনুষ্ঠান, তারপরে ফল সমর্পণের ন্যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভগবানেরই জিনিস, যেহেতু তৎসমস্ত তাঁর প্রীতির সাধন; তাঁহারই জিনিসের দ্বারা তাঁহারই ভৃত্য আমি তাঁহার প্রীতি সাধনের চেষ্টা করিতেছি; এইভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলেই সেই অনুষ্ঠান শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ হয়। আহার সকলেরই প্রয়োজন; আহারের আয়োজনও সকলেই করিয়া থাকে; কিন্তু ইহার মধ্যে দুই রকমের লোক আছে; এক যাহারা নিজেদের জন্য রান্নাদি করিয়া খাইতে বসিয়া ঠাকুরের নামে নিবেদন করে। আর—যাহারা রান্নাদিই করে ঠাকুরের জন্য; ঠাকুরের জন্য রাঁধিয়া সমস্তই ঠাকুরের ভোগে নিবেদন করিয়া পরে ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের আগে অনুষ্ঠান, পরে ভগবানে অর্পণ। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের—আগে অর্পণ, পরে অনুষ্ঠান। ঠাকুরের জন্য রান্না করে ঠাকুরেরই জিনিস—সুতরাং সমস্ত জিনিস পূর্ব্বেই ঠাকুরে অর্পিত হইয়া গিয়াছে; রান্নাদির অনুষ্ঠান পরে। ভোগ-নিবেদন—বস্তুতঃ অর্পণ নহে—সর্ব্বপ্রথম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অর্পণ নহে ; "প্রভু, তোমারই জিনিস, তোমারই উদ্দেশ্যে তোমারই ভৃত্য রাঁধিয়া আনিয়াছে, কৃপা করিয়া আহার কর—"—ইহাই ভোগ-নিবেদনের তাৎপর্য্য ; সুতরাং ইহা সর্ব্বপ্রথম অর্পণ নহে—ইহা অর্পিত বস্তুর সংস্কারপূর্ব্বক সম্মুখে আনয়ন—ইহাও অনুষ্ঠানই—সমর্পণের পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির সমস্ত অঙ্গই—নয়টী অঙ্গই যে সাধককে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাও নয় ; "তত্র নবলক্ষণে সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ। একেনৈবাঙ্গেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ ক্বচিদন্যাঙ্গমিশ্রণন্তু তথাপি ভিন্নশ্রদ্ধারুচিত্বাৎ। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী।"—"এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥ ২।২২।৭৬॥" যাঁহার যে অঙ্গে শ্রদ্ধা ও রুচি জন্মে, তিনি সেই অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারেন ; একাধিক অঙ্গের অনুষ্ঠানও শাস্ত্র-সম্মত। এ সকল ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে একটী কথা সাধককে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান যেন সাসঙ্গ হয় (১।৮।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-ভজনে প্রবৃত্তি থাকা দরকার—"এই আমি শ্রীহরির সাক্ষাতে উপস্থিত ; তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত আমি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছি"—এইরূপ অনুভূতি থাকা একান্ত দরকার ; নচেৎ "বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ ১।৮।১৫।"

এক্ষণ, এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহাই বিবেচনা করা যাউক।

শ্রবণং—নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ (ক্রমসন্দর্ভ) ; শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-সম্বন্ধিনী কথা ও লীলা-সম্বন্ধিনী কথার শ্রবণ বা কর্ণকুহরে প্রবেশ। মহদ্ব্যক্তিদিগের মুখ-নিঃসৃত নামরূপাদি কথা-শ্রবণেরই বিশেষ মাহাত্ম্য। শ্রবণের মধ্যে শ্রীভাগবত-শ্রবণই পরম শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত পরম-রসময় গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের শব্দ-সমূহেরও একটা বিশেষ শক্তি আছে। নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা—ইহাদের যে কোনও একটীর শ্রবণে, অথবা যে কোনও ক্রমানুসারে দুইটী বা তিনটীর শ্রবণেও প্রেম লাভ হইতে পারে সত্য ; তথাপি কিন্তু নামের পর রূপ, রূপের পর গুণ, গুণের পর পরিকর এবং পরিকরের পর লীলার কথা শ্রবণের একটা বিশেষ সুবিধা ও উপকারিতা আছে। প্রথমতঃ নাম-শ্রবণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইয়া থাকে ; শুদ্ধান্তঃকরণে রূপের কথা শুনিলেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরূপটী উদিত হইতে পরে ; চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরূপটী সম্যক্‌রূপে উদিত হইলে পরে যদি গুণের কথা শুনা যায়, তাহা হইলেই চিত্তে সে সমস্ত গুণ স্ফুরিত হইতে পারে ; গুণ স্ফুরিত হইলেই পরিকরদের কথা শ্রবণ করার সুবিধা ; কারণ, গুণ স্ফুরিত হইলেই পরিকরদের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানে গুণ-বৈশিষ্ট্য স্ফুরিত হয় ; এইরূপে নাম, রূপ, গুণ এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্য স্ফুরিত হইলেই চিত্তে সম্যক্‌রূপে লীলার স্ফুরণ হইতে পারে।

কীর্ত্তনং—নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাকথার কীর্ত্তন। এস্থলেও শ্রবণের ন্যায় নাম-রূপাদির যথাক্রমে কীর্ত্তন বিশেষ উপকারী। নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত—"নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্—ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব।" কিরূপে নামকীর্ত্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে, তৃণাদপি শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ৩।২০।১৬-২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কলিকালে নামকীর্ত্তনই বিশেষ প্রশস্ত। "নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়। ৩।২০।৭। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন। ৩।৪।৬৫ ৬৬।" যেহেতু, "নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।" নামকীর্ত্তন-সম্বন্ধে দেশ-কালাদির নিয়মও নাই। "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ৩।২০।১৪॥" নাম-কীর্ত্তনসম্বন্ধে কাল-দেশাদির নিয়ম না থাকিলেও কলিতে নামকীর্ত্তনের প্রশস্ততার হেতু এই যে—"সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যং কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যতে, ইত্যপেক্ষ্যৈব তত্তৎ-প্রশংসেতি স্থিতম্—সকল যুগেই কীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য ; কলিতে শ্রীভগবান্ নিজেই কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ করান, এই অপেক্ষাতেই কলিতে কীর্ত্তনের প্রশংসা (ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব)।" ভগবান্ কলিযুগে দুইভাবে নাম প্রচার করেন। প্রথমতঃ, যুগাবতার-রূপে। কলিযুগের ধর্ম্মই হইল নাম-সঙ্কীর্ত্তন ; সাধারণ কলিতে যুগাবতার-রূপেই ভগবান্ নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন, নাম বিতরণ করেন। এইরূপে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নাম বিতরিত হয় বলিয়া কলিযুগে নামের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ কলিতে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরে অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতে—স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁহার কৃপাশক্তিকে পূর্ণতম-রূপে বিস্তারিত করিয়া এইরূপ বিশেষ কলিতেই আপামর-সাধারণকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়া থাকেন, অন্য কোনও যুগে এইরূপ করেন না—ইহা এইরূপ বিশেষ কলিতে হরিনামের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। পরমকৃপালু শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে এবং তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারা অপামর সাধারণকে নামগ্রহণ করাইবার সময়ে নামের সঙ্গে নামগ্রহণকারীর মধ্যে স্বীয় কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন, যাহার প্রভাবে নামগ্রহণকারী অবিলম্বেই নামের মুখ্য ফল অনুভব করিতে সমর্থ হয়—ইহা কলিতে হরিনামের দ্বিতীয় বিশেষত্ব। এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোনও যুগে সম্ভব হয় না; কারণ, অন্য কোনও যুগে শ্রীচৈতন্য আত্মপ্রকট করেন না। মহাভাবময়ী শ্রীরাধাই পূর্ণতম প্রেম-ভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারিণী; নিজে সেই প্রেম-ভাণ্ডারের আস্বাদন করিয়া আপামর সাধারণকে তাহার আস্বাদন পাওয়াইবার সঙ্কল্প লইয়াই শ্রীরাধার নিকট হইতে ঐ প্রেম-ভাণ্ডার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যরূপে বিশেষ কলিতে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন এবং এই প্রেম আস্বাদনের মুখ্য উপায়স্বরূপ নাম বিতরণ করিবার ও করাইবার সময়ে নামকে প্রেমমণ্ডিত করিয়া দিয়া থাকেন। প্রেমময়বপু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ নাম প্রেমামৃত-বিমণ্ডিত, পরমমধুর, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন; শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরেও জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রচারিত তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত নাম পরম-শক্তিশালী—ইহা কলিতে নামের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। এসমস্ত কারণে কীর্ত্তনকারীর প্রতি নামের কৃপা কলিতে যত সহজে হয়, অন্য কোনও যুগে তত সহজে হয় না। "অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্—এজন্যই কলিতে যদি অন্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেও হয়, তাহা হইলেও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সংযোগেই তাহা করিবে। শ্রীজীব।" কিন্তু সাধককে দশটী নামাপরাধ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে হইবে, নচেৎ নাম অভীষ্টফল—প্রেম—প্রদান করিবে না। (২।২২।৬৩ পয়ারের টীকায় নামাপরাধের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। অপরাধ থাকিলে নাম-কীর্ত্তন করা সত্ত্বেও প্রেমের উদয় হয় না। "হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥ তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ (১।৮।২৫-২৬)" নামাপরাধ থাকিলে যাঁহার নিকটে অপরাধ, তিনি ক্ষমা করিলে, কিম্বা অবিশ্রান্ত নামকীর্ত্তন করিলেই সেই অপরাধের খণ্ডন হইতে পারে। "মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্ত্তক স্তদনুগ্রহো বা—মহতের নিকটে অপরাধ হইলে ভোগের দ্বারা অথবা তাঁহার অনুগ্রহদ্বারাই তাহার ক্ষয় হইতে পারে। ক্রমসন্দর্ভ।" নিজের দৈন্য প্রকাশ, স্বীয় অভীষ্টের বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠাদিও এই কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত (শ্রীজীব)।

স্মরণম্—লীলাস্মরণ। নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ—নামসঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়া, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ করিবে—শ্রীভগবানের লীলাদির চিন্তা করিবে। স্মরণের পাঁচটী স্তর—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। স্মরণ—শ্রীভগবল্লীলাদিসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান। ধারণা—অন্য সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া ভগবল্লীলাদিতে সামান্যকারে মনোধারণ হইল ধারণা। ধ্যান—বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনকে ধ্যান বলে। ধ্রুবানুস্মৃতি—অমৃত-ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে যে চিন্তন, তাহার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি। সমাধি—ধ্যেয়মাত্রের স্ফুরণকে বলে সমাধি। লীলাস্মরণে যদি কেবল লীলারই স্ফূর্ত্তি হয়, অন্য কিছুর স্ফূর্ত্তি লোপ পাইয়া যায়, তবে তাহাকেও সমাধি (বা গাঢ় আবেশ) বলে; দাস্যসখ্যাদি ভাবের ভক্তদেরই এই জাতীয় সমাধি হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত ধ্যেয় মাত্রের (উপাস্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপাদির) স্ফুরণজনিত সমাধি প্রায়শঃ শান্তভক্তদেরই হইয়া থাকে। রাগানু-গামার্গে লীলা-স্মরণেরই মুখ্যত্ব। স্মরণাঙ্গের বিশেষত্ব এই যে, মনের যোগ না থাকিলে স্মরণাঙ্গের অনুষ্ঠান একেবারেই অসম্ভব এবং মনের যোগই ভজনকে সাসঙ্গত্ব দান করিয়া সফল করে। শ্রীলঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ লীলা। * * মনের স্মরণ প্রাণ। (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)।" প্রাণহীন দেহ যেমন শৃগাল-কুক্কুরাদির আক্রমণের বিষয় হয়, তদ্রূপ ভগবৎ-স্মৃতিহীন মনও কাম-ক্রোধাদির ক্রীড়ানিকেতন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, স্মরণে মনঃসংযোগের

একান্ত প্রয়োজন ; মন শুদ্ধ না হইলে মনঃসংযোগ সম্ভব হয় না ; অন্যান্য অঙ্গ এবং পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে স্মরণাঙ্গও চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করিয়া স্মরণাঙ্গের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের সহায়তা করে।

পাদসেবনং—চরণ সেবা। কিন্তু সাধকের পক্ষে শ্রীভগবানের চরণসেবা সম্ভব নহে বলিয়া পাদ-শব্দে এস্থলে চরণ না বুঝাইয়া অন্য অর্থ বুঝায়। এস্থলে পাদ-শব্দে ভক্তি-শ্রদ্ধাদি বুঝায়। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"পাদসেবায়াং পাদশব্দো ভক্ত্যৈব নির্দ্দিষ্টঃ। ততঃ সেবায়াং সাদরত্বং বিধীয়তে।" পাদসেবা-শব্দে সেবায় সাদরত্ব—খুব প্রীতির সহিত সেবা—বুঝাইতেছে। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজন, ভগবন্মন্দিরে বা গঙ্গা, পুরুষোত্তম (শ্রীক্ষেত্র), দ্বারকা, মথুরাদি তীর্থস্থানাদিতে গমন, মহোৎসব, বৈষ্ণবসেবা, তুলসীসেবা প্রভৃতিও পাদসেবার অন্তর্ভুক্ত (ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব)।

অর্চ্চনং—পূজা। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির যে কোনও এক অঙ্গের অনুষ্ঠানেই যখন পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে এবং শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদিত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর (১।২। ১২৯) বচনে যখন তাহার প্রমাণও পাওয়া যায় ; তখন শ্রীভাগবতমতে—পঞ্চরাত্রাদিবিহিত অর্চ্চনমার্গের অত্যাবশ্যকতা নাই। তথাপি, যাঁহারা শ্রীনারদাদি কথিত পন্থার অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনাঙ্গের আবশ্যকতা আছে ; কারণ, শ্রীগুরুদেব দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধের সূচনা করিয়াছেন, শ্রীনারদবিহিত অর্চ্চনাঙ্গের অনুষ্ঠানে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে।" অর্চ্চন দুই রকমের ; বাহ্য ও মানস ; যথাশক্তি উপাচারাদি সংগ্রহ করিয়া দেবালয়াদিতে শ্রীমূর্ত্তি-আদির যথাবিহিত পূজাই বাহ্যপূজা। আর কেবল মনে মনে যে পূজা, তাহার নাম মানস-পূজা ; মানস-পূজার উপকরণাদি মনে মনেই সংগ্রহ করিতে হয় ; মনে করিতে হয়—"সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত ; তাঁহারই সাক্ষাতে আমিও উপস্থিত থাকিয়া পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছি, স্বর্ণথালাদিতে যথেচ্ছভাবে উপকরণাদি সজ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার পূজা করিতেছি, তাঁহার আরতি-আদি করিতেছি, তাঁহাকে চামর-ব্যজন করিতেছি, দণ্ডবৎ-নতি পরিক্রমাদিও করিতেছি—ইত্যাদি।" বাহ্য পূজার পূর্ব্বে মানস-পূজার বিধি আছে ; সুতরাং মানস-পূজা অর্চ্চনেরই একটী অঙ্গ—মানস-পূজাই অর্চ্চনাঙ্গের সাসঙ্গত্ব দান করে। শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, বালুকাময়ী, মৃণ্ময়ী, লেখ্যা বা চিত্রপটাদি, মণিময়ী এবং মনোময়ী—এই আট রকমের শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তিটী কোনও পরিদৃশ্যমান বস্তুদ্বারা গঠিত নহে ; শাস্ত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণরূপের যে বর্ণনা আছে, তদনুযায়ী মনে চিন্তিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই এই মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তি—মানসীমূর্ত্তি। শ্রীমূর্ত্তি পূজার উপলক্ষ্যে এই মনোময়ীমূর্ত্তি-পূজার বিধি থাকাতে বাহ্যপূজাব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কেবল মানস-পূজার বিধিও পাওয়া যাইতেছে ; ক্রমসন্দর্ভে মানস-পূজা সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামীও লিখিয়াছেন—"এষা ক্বচিৎ স্বতন্ত্রাপি ভবতি। মনোময্যা মূর্ত্তেরষ্টমতয়া স্বাতন্ত্র্যেণ বিধানাৎ। অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালব্ধোপচারকৈ রিত্যাবির্হোত্রবচনে বা শব্দাৎ।" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বাহ্যপূজা না করিয়া কেবলমাত্র মানস-পূজার বিধিও পাওয়া যায়। মানস-পূজার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একটী উপাখ্যান শ্রীজীবগোস্বামী ক্রমসন্দর্ভে বিবৃত করিয়াছেন। তাহা এই। প্রতিষ্ঠানপুরে এক বিপ্র ছিলেন ; অত্যন্ত দরিদ্র ; স্বীয় কর্ম্মফল মনে করিয়া এই দারিদ্র্যকে তিনি শান্তচিত্তেই বহন করিতেন। এই সরলবুদ্ধি বিপ্র একদিন এক ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিবরণ শুনিলেন ; প্রসঙ্গক্রমে তিনি শুনিলেন—"তে চ ধর্ম্মা মনসাপি সিদ্ধ্যন্তি—সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল মনের দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে।" ইহা শুনিয়া তিনিও মানস-পূজাদি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি প্রত্যহ গোদাবরীতে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক মন স্থির করিয়া মনে মনে শ্রীহরিমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক মানস-পূজায় প্রবৃত্ত হইতেন ; তিনি মনে করিতেন—তিনি নিজেও যেন রেশমীবস্ত্র পরিয়াছেন, শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি করিতেছেন ; তারপর স্বর্ণ-রৌপ্য কলসে সমস্ত তীর্থের জল আনিয়া তাহাতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া এবং অপর নানাবিধ পরিচর্য্যার দ্রব্য আনিয়া শ্রীমূর্ত্তির স্নানাদি করাইয়া মণিরত্নাদি দ্বারা বেশভূষা করাইতেছেন ; তারপর আরত্রিকাদি করিয়া মহারাজোপচারে ভোগরাগাদি দিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। দিনের পর দিন এই ভাবে বিপ্রের ভজন চলিতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন তিনি মনে মনে ঘৃত-সমন্বিত

শ্রবণ-কীর্ত্তন-হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। | সেই পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থসীমা ॥ ২৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণথালায় তাহা ঢালিয়া (মনে মনে) শ্রীহরির ভোজনের নিমিত্ত থালাখানা হাতে ধরিয়া উঠাইতে গিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পরমান্ন অত্যন্ত গরম। যে পরিমাণ গরম হইলে ভোজনের উপযোগী হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক গরম কিনা—তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যেই মাত্র তিনি মনে মনে পরমান্নের মধ্যে আঙ্গুল দিলেন, তৎক্ষণাৎই তাঁহার আঙ্গুল পুড়িয়া গেল বলিয়া তাঁহার মনে হইল (এ সমস্তই কিন্তু মনে মনে হইতেছে)। আঙ্গুল পুড়িয়া যাওয়ায়, পোড়া অঙ্গুলের স্পর্শে পরমান্ন নষ্ট হইয়া গেল—ভাবিতেই তাঁহার আবেশ ছুটিয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল; বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসার পরে তিনি দেখিলেন—তাঁহার যথাবস্থিত দেহের আঙ্গুল পুড়িয়া গিয়াছে, সেই আঙ্গুলে বেশ বেদনাও অনুভূত হইতেছে। এদিকে শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠে বসিয়া বিপ্রের এসমস্ত ব্যাপার জানিয়া একটু হাসিলেন; তাঁহার হাসি দেখিয়া লক্ষ্মীদেবী হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তবৎসল-শ্রীনারায়ণ বিমান পাঠাইয়া সেই বিপ্রকে বৈকুণ্ঠে আনাইয়া লক্ষ্মী-আদিকে দেখাইলেন এবং তাঁহার ভজনে তুষ্ট হইয়া বিপ্রকে বৈকুণ্ঠেই স্থান দান করিলেন।

অর্চ্চনাঙ্গের সাধনে সেবাপরাধাদি বর্জ্জন করিতে হইবে। অর্চ্চনাঙ্গের বিধি এবং সেবাপরাধাদির বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদিতে দ্রষ্টব্য। ২।২২।৬৩-পয়ারের টীকায় সেবাপরাধের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বন্দনং—নমস্কার। বস্তুতঃ ইহা অর্চ্চনেরই অন্তর্ভুক্ত; তথাপি বন্দনাদির অত্যধিক মাহাত্ম্যশতঃ বন্দনও একটী স্বতন্ত্র অঙ্গরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক হস্তে, বস্ত্রাবৃতদেহে, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে, পশ্চাতে বা বামভাগে নমস্কারাদি করিলে অপরাধ হয়। অর্চ্চনাঙ্গের ন্যায় বন্দনেও অপরাধ-বিচার আছে।

দাস্যং—আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস—এইরূপ অভিমানের সহিত তাঁহার সেবা। এইরূপ অভিমান না থাকিলে ভজন সিদ্ধ হয় না। "অস্তু তাবত্তদ্‌ভজনপ্রয়াসঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতি—ক্রমসন্দর্ভ।" পরিচর্য্যাদিদ্বারাই দাস্য প্রকাশ পায়।

সখ্য—বন্ধুবৎ-জ্ঞান। শ্রীভগবান্ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও সাধক যদি তাঁহাকে স্বীয় বন্ধুর ন্যায় মনে করেন, বন্ধুর ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার (ভগবানের) মঙ্গলের বা সুখের নিমিত্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই ভগবানের প্রতি তাঁহার সখ্য প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মের উত্তাপে উপাস্য-দেবের খুব কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া সাধক যদি তাঁহাকে ব্যজন করিতে থাকেন, চন্দনাদি সুগন্ধি ও শীতল দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দেন, তাহা হইলেই বন্ধুর কাজ হইবে। দাস্য অপেক্ষা সখ্যের বিশেষত্ব এই যে, সখ্যে প্রীতিমূলক বিশ্রম্ভ—বিশ্বাসময় ভাব আছে।

আত্মনিবেদনং—শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ করিলে নিজের জন্য আর কোনও চেষ্টাই থাকে না; দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই শ্রীভগবানের কার্য্যেই নিয়োজিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তাহার গরু বিক্রয় করিয়া ফেলে, সে যেমন আর সেই গরুর ভরণ-পোষণাদির জন্য কোনওরূপ চেষ্টা করে না, তদ্রূপ যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তিনিও আর নিজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ভাবে কোনও চেষ্টা করেন না।

২৪১। শ্রেষ্ঠ সাধনের কথা বলিয়া শ্রেষ্ঠ সাধ্যের কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু।

শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে ইত্যাদি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়। ২।২২।৫৭॥" **সেই পরম পুরুষার্থ**—সেই প্রেমই পরম (বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পুরুষার্থ (বা জীবের কাম্য বস্তু)। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটিকে সাধারণতঃ চারি পুরুষার্থ বলে; এই চারিটী পুরুষার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইল কৃষ্ণপ্রেম; এজন্য কৃষ্ণপ্রেমকে পরম-পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। কোনও কোনও গ্রন্থে "পরমপুরুষার্থ"-স্থলে "পঞ্চম পুরুষার্থ"-পাঠ দৃষ্ট হয়; অর্থ এই—ধর্ম্ম-অর্থাদি চারিটী পুরুষার্থের পরে কৃষ্ণপ্রেম হইল পঞ্চম-পুরুষার্থ। **পুরুষার্থ-সীমা**—পুরুষার্থের

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২০ ॥

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে ॥ ২৪২

তথাহি (ভাঃ ১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥২১

তথাহি ভগদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শেষসীমা ; যাহার পরে আর কোনও পুরুষার্থ (বা জীবের কাম্যবস্তু) থাকিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই সেই পুরুষার্থ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবং সমগ্র অপ্রাকৃত জগতের—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপাদিরও—আশ্রয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণ ; প্রেমদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় ; শ্রীকৃষ্ণকে পাইলে পাওয়ার বাকী আর কিছুই থাকে না ; তাই এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রেমই হইল পুরুষার্থ-সীমা। ভূমিকায় "পুরুষার্থ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে প্রেম লাভ হয়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে "এবং ব্রতঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তশ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তীশ্লোকে "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপদেশ করা হইয়াছে ; এই শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে যাহা হয়, তাহাই "এবং ব্রতঃ"-শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে ; কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলে ভক্তের যে অবস্থা হয়, তাহাই "এবং ব্রত"-শ্লোকে বলা হইয়াছে ; সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলে যে কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তাহাই "এবং ব্রতঃ"-শ্লোকে বলা হইল।

২৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সাধনত্ব স্থাপন করিয়া এক্ষণে তত্ত্ববাদী-আচার্য্যের (২৩৮ পয়ারোক্ত) মত খণ্ডন করিতেছেন। আচার্য্য বলিয়াছিলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কৃষ্ণে সমর্পণই (অর্থাৎ কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণই) শ্রেষ্ঠ সাধন। প্রভু বলিতেছেন—"আচার্য্য ! তুমি কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধন বলিতেছ ; কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন না ; শাস্ত্রে বরং কর্ম্মের নিন্দা এবং কর্ম্মত্যাগের প্রশংসার কথাই শুনা যায় ; কারণ, কর্ম্মদ্বারা কখনও প্রেমভক্তি পাওয়া যায় না।"

কর্ম্মত্যাগ—কর্ম্মে (বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মে) বন্ধন জন্মে বলিয়া এবং কর্ম্মে স্বসুখানুসন্ধান আছে বলিয়া—বিশেষতঃ ইহা ভক্তির অঙ্গ নহে বলিয়া—শাস্ত্র কর্ম্মত্যাগ করার কথাই বলেন। পরবর্ত্তী ২১, ২২, ২৩ শ্লোক ইহার প্রমাণ। **কর্ম্মনিন্দা**—কর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে বলিয়া, অধিকন্তু ইহা স্বসুখানুসন্ধানমূলক বলিয়া শাস্ত্র কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। রায়-রামানন্দের সহিত সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মকে এবং কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকেও "এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। ২।৮।৫৫-৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্র কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মনিন্দার কথা বলেন কেন, তাহার হেতু বলিতেছেন "কর্ম্ম হৈতে" ইত্যাদি বক্যে। **কর্ম্ম হৈতে** ইত্যাদি—কর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না বলিয়াই শাস্ত্র কর্ম্মকে নিন্দা করেন এবং কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিয়া থাকেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২১-২২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৬-৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভাঃ ১১।২০।৯)—
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২৩

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ ২৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সাবধিং কর্ম্মযোগমাহ তাবদিতি নবভিঃ। কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি। যাবতা যাবৎ ॥ স্বামী ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। যাবতা (যে পর্য্যন্ত) ন নির্ব্বিদ্যেত (নির্ব্বেদ অবস্থা না জন্মে) বা (অথবা) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) মৎকথা-শ্রবণাদৌ (কৃষ্ণকথা-শ্রবণাদিতে) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) ন জায়তে (না জন্মে), তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম—নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম) কুর্ব্বীত (করিবে)।

অনুবাদ। উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অবস্থা না জন্মে, কিম্বা যে পর্য্যন্ত—আমার কথা—শ্রীকৃষ্ণকথা—শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ করিবে।" ২৩

শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই শ্লোকে দুই রকম অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ—নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মেতে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে বলিয়া যাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা; জ্ঞানযোগই ইঁহাদের পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ। "নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগে ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। শ্রীভা. ১১।২০।৭॥" দ্বিতীয়তঃ—কোনও মহাপুরুষের কৃপার ফলে ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহার কথা; কর্ম্মবিষয়ে তিনি তখন আর অতি বিরক্তও নহেন, অতি আসক্তও নহেন। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ। "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্‌। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ শ্রীভা, ১১।২০।৮॥"

জীব স্বভাবতঃই কর্ম্মে আসক্ত; সুতরাং কর্ম্মে অধিকার জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কত কাল পর্য্যন্ত এই কর্ম্মাধিকার চলিবে—পূর্ব্বোক্ত দুই রকমের অধিকারীর মধ্যে জীব কখনই বা জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে পারে এবং কখনই বা ভক্তিযোগের অধিকারী হইতে পারে—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত কর্ম্মে নির্ব্বেদ না জন্মিবে, কিম্বা যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মিবে—সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে অর্থাৎ সেই পর্য্যন্তই কর্ম্মে অধিকার—সেই পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মে যখন নির্ব্বেদ জন্মে, তখন কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করিবে—তখনই সাধক জ্ঞানযোগের অধিকারী হয়। কিম্বা, মহৎ-কৃপাদির ফলে ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে যখন শ্রদ্ধা জন্মে, তখনও কর্ম্মত্যাগ করিবে, করিয়া ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করিবে—তখনই সাধক ভক্তিযোগের অধিকারী হইবেন। **যাবতা**—যে পর্য্যন্ত **ন নির্ব্বিদ্যেত**—নির্ব্বেদ না জন্মে; কর্ম্মবিষয়ে নির্ব্বেদ না জন্মে; নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না জন্মে। **নির্ব্বেদ**—ইহলোকের বা পরলোকের বিষয়াদিতে দুঃখবুদ্ধিজনিত বিরক্তি; কর্ম্মের ফলে বন্ধন জন্মে বলিয়া—ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ জন্মে বলিয়া—যাহা কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাও দুঃখমিশ্রিত এবং পরিণামে দুঃখময় বলিয়া—কর্ম্মে যে বিরক্তি জন্মে, অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহাই নির্ব্বেদ; নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলেই এইরূপ নির্ব্বেদ জন্মে; এইরূপ নির্ব্বেদ যে পর্য্যন্ত না জন্মিবে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে যদি কোনও ভাগ্যবশতঃ মহৎ-কৃপা লাভ হয়, তাহা হইলে নির্ব্বেদ না জন্মিয়া ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে; এইরূপ শ্রদ্ধা যে পর্য্যন্ত না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। **শ্রদ্ধা**—"শ্রদ্ধাশব্দে কহিয়ে বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয় ॥ ২।২২।৩৭ ॥" শুদ্ধভক্তের সঙ্গপ্রভাবে, শুদ্ধভক্তের কৃপাতেই এইরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা।

২৪৩। তত্ত্ববাদী আচার্য্যের কথিত সাধনের খণ্ডন করিয়া এক্ষণে তাঁহার কথিত সাধ্যের খণ্ডন করিতেছেন। তত্ত্ববাদীদের মতে পঞ্চবিধ-মুক্তিই শ্রেষ্ঠসাধন (২।৯।২৩৯); কিন্তু প্রভু বলিতেছেন—ভক্তগণ পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও

তথাহি (ভাঃ ৬।২৯।১৩)—

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৪

তত্রৈব (ভাঃ ৫।১৪।৪৪)—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ২৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তস্যৈবং বিষয়ত্যাগো ন চিত্রমিত্যাহ য এবং ভূতোঽসৌ নৃপঃ স ক্ষিত্যাদীন্ নৈচ্ছদিতি যৎ তদুচিতং সদয়াবলোকাং ভরতস্য দয়া যথা ভবতি এবমবলোকো যস্যা ইতি পরিজনাবলোকঃ শ্রিয়ামুপচর্য্যতে যতো মধুদ্বিষঃ সেবায়ামনুরক্তং মনো যেষাং তেষাং মহতাং অভবো মোক্ষোঽপি ফল্গু স্তুচ্ছ এব। স্বামী। ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুক্তিই আকাঙ্ক্ষা করেন না; তাঁহারা মুক্তিকে নরকতুল্য মনে করেন; কারণ, মুক্তিতে ভগবৎ-সেবা নাই। কাজেই পঞ্চবিধ-মুক্তি সাধ্যশ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

পঞ্চবিধ মুক্তি—সালোক্যাদি পাঁচ রকমের মুক্তি; পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ত্যাগ করে**—মুক্তিতে ভগবৎ-সেবা নাই বলিয়া ভক্তগণ তাহা ত্যাগ করেন, অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না। সালোক্যাদি চারিপ্রকারের প্রত্যেক প্রকার মুক্তিই আবার দুই রকমের; এক রকমে সেবার সুযোগ আছে, আর এক রকমে সেবার সুযোগ নাই, তাহা কোনও ভক্তই গ্রহণ করেন না (১।৩।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান ভক্তের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেবাবাসনা সম্যক্ স্ফুরিত হইতে পারে না এবং মমত্ববুদ্ধি বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া প্রাণঢালা সেবার সুযোগ নাই। এজন্য শুদ্ধভক্তিমার্গের ভক্ত—যে সালোক্যাদিতে সেবার কিছু সুযোগ আছে তাহাও—গ্রহণ করিতে চাহেন না; যেহেতু, সালোক্যাদির সেবা সঙ্কোচাত্মিকা, ইহা প্রাণঢালা মমত্ববুদ্ধিমূলা সেবা নহে। আর সাযুজ্যমুক্তি তো ভক্তির বিরোধীই; সুতরাং কোনও ভক্তই সাযুজ্যমুক্তি কামনা করেন না। "সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাহাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥ ১।৩।১৬।" **ফল্গু**—তুচ্ছ। মুক্তিতে ভগবৎ-সেবার সুযোগ নাই বলিয়া ভক্তগণ মুক্তিকে সাধ্যহিসাবে অতি তুচ্ছ মনে করেন। **নরকের সম**—নরক যেমন কষ্টকর, ভগবৎ-সেবাবিহীন সালোক্যাদি মুক্তিও ভক্তের পক্ষে তদ্রূপ কষ্টকর; তাই ভক্তগণ মুক্তি ও নরককে কষ্টকরত্বের এবং সেবাসুখ-বিহীনতার দিক্ দিয়া তুল্য মনে করেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ১।৩।১৬ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য। ভক্তগণ যে মুক্তি চাহেন না, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। যঃ (যে) নৃপঃ (রাজা—মহারাজ ভরত) দুস্ত্যজান্ (দুস্ত্যজ্য) ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ (পৃথিবী বা পৃথিবীর রাজত্ব, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ ও স্ত্রী এ সমস্তকে) সুরবরৈঃ (এবং অমরোত্তমগণকর্তৃক) প্রার্থ্যাং (প্রার্থনীয়া) সদয়াবলোকাং (সদয়-দৃষ্টিযুক্তা) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীকেও) ন ঐচ্ছৎ (ইচ্ছা করেন নাই)—তৎ (তাহা—মহারাজ ভরতের এইরূপ আচরণ) উচিতং (উচিত কার্য্যই হইয়াছে; যেহেতু) মধুদ্বিট্-সেবানুরক্ত-মনসাং (মধুরিপু-শ্রীকৃষ্ণের সেবাতে অনুরক্তচিত্ত) মহতাং (মহাপুরুষদিগের নিকটে) অভবঃ (মোক্ষ) অপি (ও) ফল্গুঃ (অকিঞ্চিৎকর—তুচ্ছ)।

অনুবাদ। ভরত-মহারাজের প্রসঙ্গ-বর্ণনোপলক্ষ্যে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিয়াছিলেন—"লোকের পক্ষে সাধারণতঃ যাহা দুস্ত্যজ্য—এরূপ পৃথিবীর রাজত্ব, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ এবং পত্নী এসমস্তকে এবং অমরোত্তমদিগেরও প্রার্থনীয়া সদয়-দৃষ্টিসম্পন্না লক্ষ্মীকেও যে ভরত-মহারাজ ইচ্ছা করেন নাই, তাহা তাঁহার ন্যায় লোকের পক্ষে

তত্রৈব (ভাঃ ৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বর্গাদাবেব তুল্যোঽর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা। স্বামী। স্বর্গ ইতি ত্রয়াণামেব ভক্তিসুখ-রাহিত্যেনারোচকত্বাবিশেষাদিতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উচিত কার্য্যই হইয়াছে; কারণ, যে সমস্ত মহাপুরুষের চিত্ত মধুরিপু-শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুরক্ত, তাঁহাদের নিকটে মোক্ষও অকিঞ্চিৎকর।" ২৫

রাজর্ষি ভরতের চিত্ত ভগবৎ-সেবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত; তাই ভগবৎ-সেবার অনুরোধে তিনি যৌবনেই রাজ্যৈশ্বর্য্য, পুত্র-কলত্রাদি সমস্তকে মলবৎ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

ক্ষিতি-সুত-স্বজনার্থ-দারান্—ক্ষিতি (পৃথিবী, এস্থলে পৃথিবীর রাজত্ব), সুত (পুত্র), স্বজন, অর্থ এবং দারা (বা পত্নী)—এ সমস্তকে। সংসারাসক্ত লোকের পক্ষে এই কয়টী বস্তুর প্রত্যেকটীই দুস্ত্যজ্য; সংসারে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি পৃথিবীর রাজত্ব তো দূরের কথা, নিজের ক্ষুদ্র বসত-বাড়ীটীও ত্যাগ করিতে পারে না; স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, কি টাকা পয়সা—ইহাদের যে কোনও একটীকে ছাড়িয়া যাইতেই তাহার যেন হৃদয় ছিঁড়িয়া যায়; কিন্তু ভরত-মহারাজ এই কয়টী **দুস্ত্যজান্**—দুস্ত্যজ্য বস্তুর সকলটীকেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কেবল ইহাই নহে; তাঁহার ত্যাগের আরও বিশেষত্ব আছে। **সুরবরৈঃ প্রার্থ্যাং**—সুরবরদিগের (অর্থাৎ দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহাদিগেরও) প্রার্থনীয়া যিনি এবং **সদয়াবলোকাং**—সদয়দৃষ্টিসম্পন্না, অর্থাৎ—"ভরত-মহারাজ বৈরাগ্যজনিত শারীর-কষ্ট সহ্য না করিয়া আমাকর্ত্তৃক লাল্যমান হইয়া নিজের গৃহেই অবস্থান করুক"-এইরূপ ইচ্ছার সহিত সকরুণ দৃষ্টিতে যিনি ভরতের প্রতি চাহিয়াছিলেন (চক্রবর্ত্তী)—যিনি মহারাজ-ভরতকে গৃহে রাখিয়াই অতুল ঐশ্বর্য্যের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে চাহিয়াছিলেন—সেই **শ্রিয়ং**—লক্ষ্মীকেও তিনি **ন ঐচ্ছৎ**—ইচ্ছা করেন নাই। ভরত-মহারাজ অমরোত্তমদিগেরও প্রার্থনীয় লক্ষ্মীর কৃপাকেও উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। ভারত-মহারাজের এরূপ আচরণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, তিনি তো ক্ষিতি-সুতাদি ইহলোকের সুখভোগ-সাধনমাত্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় **মধুদ্বিট্সেবানুরক্তমনসাং**—মধুরিপু-শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুরক্তচিত্ত যাঁহারা, তাঁহাদের নিকটে ঐহিকসুখের কথা তো দূরে, **অভবঃ অপি**—মোক্ষ, মুক্তিও **ফল্গুঃ**—অতি তুচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণসেবায় এতই আনন্দ তাঁহারা পাইয়া থাকেন যে, সেই আনন্দের তুলনায় ঐহিক সুখ তো দূরের কথা, মুক্তির আনন্দও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণভক্ত যে মুক্তিকে ফল্গু—অতি তুচ্ছ—বলিয়া মনে করেন—এই ২৪৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। নারায়ণপরাঃ (নারায়ণপর—নারায়ণের ভক্ত) সর্ব্বে (সকল) কুতশ্চন (কাহা হইতেও) ন বিভ্যতি (ভয় পায়েন না); [যতঃ] (যেহেতু) [তে] (তাঁহারা) স্বর্গাপবর্গ-নরকেষু (স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে) তুল্যার্থদর্শিনঃ (তুল্য প্রয়োজন দর্শন করেন)।

অনুবাদ। শ্রীনারায়ণের ভক্তসকল কাহা হইতেও ভয় পায়েন না; যেহেতু, তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে সমান-প্রয়োজন দর্শন করেন। ২৬

মহারাজ চিত্রকেতু শ্রীঅনন্তদেবের কৃপায় অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া আকাশ-পথে বিচরণ করিতে করিতে এক দিন দেখিলেন—মুনিদিগের সভায় মহাদেব পার্ব্বতীকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া আছেন; দেখিয়া চিত্রকেতু ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন এবং মহাদেবের প্রতি উপহাস-বাক্যপ্রয়োগ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—প্রাকৃত মানুষও যে আচরণে লজ্জা বোধ করে, লোকগুরু এবং ধর্ম্মবক্তা স্বয়ং মহাদেব মুনিদিগের সভায় কিরূপে তাহা

কর্ম্ম-মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ। | সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন ? ॥ ২৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

করিতেছেন! শুনিয়া গম্ভীরচিত্ত মহাদেব এবং মুনিগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; কিন্তু জগজ্জননী পার্ব্বতী বিদ্যাধর-চিত্রকেতুর বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া অসুর-যোনি প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত চিত্রকেতুকে অভিসম্পাত দিলেন। চিত্রকেতু জানিতেন—পার্ব্বতীর অভিসম্পাত অব্যর্থ; তথাপি কিন্তু অভিসম্পাত শুনিয়া চিত্রকেতু কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ বিমান হইতে নামিয়া নতমস্তকে পার্ব্বতীকে বলিলেন—"মা, তোমার অভিসম্পাত আমি অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিতেছি, আমার কর্ম্মফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। এই সংসার মায়াময় গুণসমূহের প্রবাহস্বরূপ; ইহাতে শাপই বা কি, অনুগ্রহই বা কি, সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, স্বর্গ ই বা কি, আর নরকই বা কি—সবই সমান—গুণপ্রবাহ। মা, তুমি যে আমাকে অভিশাপ দিয়াছ, সেই শাপ-মোচনার্থ আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি না; কিন্তু আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা বস্তুতঃ সাধু হইলেও তুমি যে তাহাকে অসাধু বলিয়া মনে করিয়াছ, তুমি কৃপা করিয়া তাহাই ক্ষমা কর।" এই কথা বলিয়া চিত্রকেতু বিমানে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর সমস্ত মুনিগণের সমক্ষেই সভাস্থলে পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া মহাদেব বলিলেন—"দেবি! অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ হরির দাসানুদাসগণ কিরূপ নিস্পৃহ, তাহা একবার বিবেচনা কর; তাঁহাদের মাহাত্ম্য তো দেখিলে? প্রিয়তমে! যাঁহারা শ্রীনারায়ণের ভক্ত, তাঁহারা কাহা হইতেই ভয় পান না; স্বর্গ, নরক ও মুক্তি এই তিনটীকেই তাঁহারা সমান মনে করেন। তাই তোমার অভিসম্পাতেও পরমভক্ত চিত্রকেতু কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না।"

নারায়ণপরাঃ—নারায়ণনিষ্ঠ; নারায়ণেই একমাত্র নিষ্ঠা যাঁহাদের, তাদৃশ। **সর্ব্বে**—সকলেই; কেবল চিত্রকেতু নহে; পরন্তু চিত্রকেতুর ন্যায় শ্রীহরিনিষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহাদের সকলেই। **কুতশ্চন ন বিভ্যতি**—কিছুতেই ভীত হন না; অভিসম্পাতই দাও, কি নরকেই ফেল, কিম্বা প্রহ্লাদের ন্যায় সাপের মুখে, কি অগ্নিকুণ্ডে, কি করিপদ-তলেই নিক্ষেপ কর, কিছুতেই ভগবদ্ভক্তগণ বিচলিত হইবেন না। কারণ, তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) ও নরক—এই তিনটীকেই সমান মনে করেন। যেহেতু—স্বর্গেও ভক্তিসুখ নাই, মুক্তিতেও ভক্তিসুখ নাই, নরকেও ভক্তিসুখ নাই; তাঁহাদের একমাত্র কাম্যবস্তু হইল ভক্তিসুখ; স্বর্গ, মুক্তি ও নরক—এই তিনটীর কোনটীতেই ভক্তিসুখ নাই বলিয়া তিনটীই তাঁহাদের দৃষ্টিতে তুল্য। স্বাধীনতা-সুখ-প্রয়াসী যে সকল ব্যক্তি জেলখানার কয়েদী, তাঁহারা প্রথম-শ্রেণীর কয়েদীই হউন, কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীই হউন, কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীই হউন, কাহারই যেমন স্বাধীনতা-সুখ নাই, সুতরাং স্বাধীনতা-সুখের অভাবের দিক্ দিয়া সকল শ্রেণীই যেমন সমান—তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তিসুখ-প্রয়াসী, ভগবৎ-সেবাভিলাষী, তাঁহারা স্বর্গেই থাকুন, কি নরকেই থাকুন, কিম্বা মুক্তি লাভই করুন—কোন অবস্থাতেই তাঁহারা ভগবৎ-সেবাসুখ পাইতে পারেন না; সুতরাং ভগবৎ-সেবাসুখ-শূন্যতার দিক্ দিয়া স্বর্গ, নরক ও মুক্তি—তিনই সমান। তবে জেলখানার কয়েদীদের যেমন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে শারীরিক সুখ-দুঃখের কিছু পার্থক্য আছে,—তদ্রূপ স্বর্গ, নরক ও মুক্তিতেও শারীরিক সুখ-দুঃখের তারতম্য আছে সত্য; কিন্তু সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ দেহের সঙ্গে; ভগবদ্-ভক্তগণের দেহাভিনিবেশ না থাকায়, এই সুখ-দুঃখের তারতম্য তাঁহাদের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্বাধীনতা-প্রয়াসী কয়েদী জেলখানার প্রথম-শ্রেণীর সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পাইলেও স্বাধীনতা-সুখের অভাবে সর্ব্বদা যেমন দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ভক্তি-সুখপ্রয়াসী ভগবদ্ভক্ত স্বর্গাদির অতুল ভোগের মধ্যে থাকিয়াও ভক্তিসুখের অভাব-জনিত দুঃখে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইতে থাকেন।

ভক্তগণ যে মুক্তি ও নরককে সমান মনে করেন, এই ২৪৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৪৪। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বভাব-সুলভ দৈন্য প্রকাশ করিয়া তত্ত্ববাদী আচার্য্যের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"আচার্য্য! ভক্তগণ কর্ম্ম এবং মুক্তি এই দুইটী বস্তুকেই পরিত্যাগ করিয়া চলেন; তুমিও তাহা জান এবং তুমিও

এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য-সাধন।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য-সাধন ॥ ২৪৫
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥ ২৪৬
আচার্য্য কহে—তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ ২৪৭
তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সভে সম্প্রাদায়-সম্বন্ধ ॥ ২৪৮
প্রভু কহে—কর্ম্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রাদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ ২৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

পরিত্যাগ কর। তথাপি তুমি যে কর্ম্ম ও মুক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা আমার নিকটে বলিলে, তাহার হেতু বোধ হয় এই যে—আমার সন্ন্যাসের বেশ দেখিয়া তুমি আমাকে ভক্তিবিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছ; তাই আমার সঙ্গে ভক্তি-সম্বন্ধীয় আলোচনায় সুখ হইবে না ভাবিয়াই বোধ হয় কর্ম্ম ও মুক্তির কথা বলিয়া আমাকে কোনও রকমে বিদায় করিতে চেষ্টা করিয়াছ।”

কর্ম্ম-মুক্তি ইত্যাদি—ভক্তগণ সাধন হিসাবে কর্ম্মকে এবং সাধ্য হিসাবে মুক্তিকে পরিত্যাগ করেন। **সন্ন্যাসী দেখিয়া** ইত্যাদি—তৎকালে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর সংখ্যা খুবই কম ছিল; প্রায় সন্ন্যাসী মাত্রই তখন মায়াবাদী ছিলেন; তাই সন্ন্যাসী দেখিলেই লোকে ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিত। **করহ বঞ্চন—** প্রতারিত কর; প্রাণের কথা না বলিয়া বাজে কথাদ্বারা প্রবোধ দিতে চেষ্টা কর।

২৪৫। এই ত—কর্ম্ম ও মুক্তি। **নহে সাধ্য-সাধন**—বৈষ্ণবের সাধ্যও মুক্তি নহে, বৈষ্ণবের সাধনও কর্ম্ম (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম) নহে। তত্ত্ববাদীরা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত; তাই প্রভু বৈষ্ণবের সাধ্য ও সাধনের কথা বলিলেন। **সেই দুই**—কর্ম্ম ও মুক্তি এই দুইটীকে যথাক্রমে সাধন ও সাধ্য বলিয়া তুমি (তত্ত্ববাদী আচার্য্য) সিদ্ধান্ত করিলে।

তত্ত্ববাদী কিরূপে প্রভুকে বঞ্চিত করিতে পারেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল। বৈষ্ণবগণ মুক্তি ও কর্ম্মকে সাধ্য ও সাধন বলিয়া মনে করেন না; তথাপি বৈষ্ণব তত্ত্ববাদী-আচার্য্য মুক্তি ও কর্ম্মের সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব স্থাপন করিলেন; ইহাই বঞ্চনা।

২৪৬। তত্ত্বাচার্য্য—তত্ত্ববাদী আচার্য্য, মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। **লজ্জিত**—বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রতিকূল কথা বলিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইলেন। **বৈষ্ণবতা**—বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতা এবং বৈষ্ণবোচিত দৈন্য-বিনয়।

২৪৭। এই সুনিশ্চয়—ইহাই, প্রভু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রসম্মত নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

২৪৮। তত্ত্ববাদী আচার্য্য বলিলেন—“প্রভু, তুমি যাহা সিদ্ধান্ত করিলে, তাহাই শাস্ত্রসম্মত; আমরাও তাহা জানি; জানিয়াও কিন্তু তদনুরূপ কাজ করিতেছিনা; কারণ, শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য মুক্তিকেই সাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকেই তাহার সাধন বলিয়া গিয়াছেন; আমরাও মাধ্বসম্প্রদায়ী বলিয়া সম্প্রদায়-অনুরোধে তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুরূপ আচরণই করিয়া থাকি।”

২৪৯। প্রভু তত্ত্ববাদীদিগকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলিয়াছেন। ইহার হেতু বোধ হয় এই যে, তত্ত্ববাদিগণ কর্ম্মকেই সাধন বলিয়া গ্রহণ করেন; তাই প্রভু তাঁহাদিগকে কর্ম্মী বলিয়াছেন; আর তত্ত্ববাদিগণ পঞ্চবিধা মুক্তিকেই সাধ্য বলিয়া মনে করেন; পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত যে সাযুজ্য মুক্তি, তাহা একমাত্র জ্ঞানীদেরই (অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী জ্ঞানমার্গের সাধকদেরই) অভীষ্ট; তত্ত্ববাদীদেরও তাহা অন্যতম অভীষ্ট বলিয়া প্রভু তাঁহাদিগকেও জ্ঞানী বলিয়াছেন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে মধ্বাচার্য্যের উপদিষ্ট ভজন-সম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায় “ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং, মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি। অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনম্।—ভজন দশবিধ; সত্য, হিত ও প্রিয়কথন এবং শাস্ত্রানুশীলন—এই চারিটী বাচিক ভজন। দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা—এই তিনটী মানসিক ভজন। দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ—এই তিনটী কায়িক ভজন। ইহার এক একটী সম্পাদনপূর্ব্বক নারায়ণে সমর্পণ করাকেই ভজন বলে।” এস্থলে ভগবানে কর্ম্মার্পণরূপ ভজনের কথা পাওয়া যায়।

সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় ॥ ২৫০
এইমত তাঁর ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥ ২৫১
ত্রিতকূপ বিশালার করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থ আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৫২
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।
সূর্পারক তীর্থে আইলা ন্যাসিশিরোমণি ॥ ২৫৩
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গাগণেশ দেখি চোরাভগবতী ॥ ২৫৪
তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ ॥ ২৫৫
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সভার চমৎকার মন ॥ ২৫৬
তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাহাঁ এক শুভ বার্ত্তা পাইল—॥ ২৫৭
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম ॥ ২৫৮
শুনিঞা চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসি আছেন দেখিল তাঁহারে ॥ ২৫৯
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ ২৬০
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
'উঠ উঠ শ্রীপাদ!' বলি বলিল বচন—॥ ২৬১
শ্রীপাদ! ধরহ আমার গোসাঞিির সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনু অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥ ২৬২
এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ২৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্বাচার্য্যের মতে—"বিষ্ণুর প্রতি যাঁহার প্রীতি জন্মে, তাঁহার আর জন্মান্তর হয় না। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ করিয়া থাকেন। (বিশ্বকোষ)।" এস্থলে সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিই মধ্বাচার্য্যের মতে সাধ্য বলিয়া জানা যায়। সাযুজ্যমুক্তি মধ্বাচার্য্যের অনুমোদিত নহে; বরং সাযুজ্যমুক্তিকামী অদ্বৈতবাদিগণ মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ প্রচারে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাতই পাইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায়ও তত্ত্ববাদী আচার্য্য পঞ্চবিধা মুক্তিকে মধ্বাচারীদের সাধ্য কেন বলিলেন তাহা বুঝা যায় না।

২৫০। সত্যবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। প্রভু তত্ত্ববাদীকে বলিলেন—"কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ভক্তি-হীন; বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও তোমরা কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর আচরণ গ্রহণ করিয়াছ; ইহা প্রশংসার বিষয় নহে। তবে তোমাদের সম্প্রদায়ে একটা প্রশংসার বিষয় এই যে—যদিও তোমরা জ্ঞানীদের অভীষ্ট মুক্তিকে তোমাদেরও অভীষ্ট বলিয়া মনে কর; তথাপি কিন্তু জ্ঞানীদের ন্যায় তোমরা ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে কর না—সচ্চিদানন্দময় বলিয়াই মনে কর।" ভূমিকায় "শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-প্রবন্ধে "বিচার ও আলোচনা"-অংশ দ্রষ্টব্য।

২৫১। এই মত—এইরূপে; পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪০-২৫০ পয়ারোক্তরূপে। **তাঁর ঘরে**—তত্ত্ববাদীর ঘরে বা সম্প্রদায়ে। তত্ত্ববাদীদের সম্প্রদায়ের যে গর্ব্ব ছিল, প্রভু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তাহা চূর্ণ করিলেন। তত্ত্ববাদীদের গর্ব্বের বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৬০। দণ্ডপরণাম—দণ্ডবৎ প্রণাম। **ঘাম**—ঘর্ম্ম; স্বেদ-নামক সাত্ত্বিক বিকার।

২৬১। শ্রীপাদ—সম্মানসূচক সম্বোধন। ২।৩।২২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬২। আমার গোসাঞিির—আমার গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর। শ্রীরঙ্গপুরী প্রভুর প্রেমবিকার দেখিয়া প্রভুকে বলিলেন—"আমার মনে হইতেছে, আমার গুরুদেব শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত তোমার কোনও সম্বন্ধ আছে; কারণ, শ্রীপাদপুরীগোস্বামীর সম্বন্ধ ব্যতীত এরূপ প্রেমবিকার অন্যত্র দুর্ল্লভ।"

২৬৩। ক্রন্দন—প্রেমের ক্রন্দন।

ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দোঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল ॥ ২৬৪
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচসাত দিনে ॥ ২৬৫
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ-নাম ॥ ২৬৬
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া-নগরী ॥ ২৬৭
জগন্নাথমিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহাঁ যে খাইল ॥ ২৬৮
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহো যেন জগন্মাতা ॥ ২৬৯
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা-সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসি ভোজনে ॥ ২৭০
তাঁর এক পুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অলপ-বয়স ॥ ২৭১
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥ ২৭২
প্রভু কহে—পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমে পিতা ॥ ২৭৩
এইমত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥ ২৭৪
দিন-চারি প্রভুকে তাহাঁ রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী-স্নান করে বিঠ্ঠলদর্শন ॥ ২৭৫
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে।
নানাতীর্থ দেখি তাহাঁ দেবতামন্দিরে ॥ ২৭৬
ব্রাহ্মণ-সমাজ সব বৈষ্ণবচরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ২৭৭
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুথি লেখাইয়া নিল ॥ ২৭৮
কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে ॥ ২৭৯
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥ ২৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬৪। **আবেশ ছাড়ি**—প্রেমের আবেশ ছুটিয়া গেলে। **ঈশ্বরপুরীর** ইত্যাদি—প্রভু যে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য, তাহা তিনি বলিলেন।

২৭১। প্রভু যখন বলিলেন যে, তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপে, তখন শ্রীরঙ্গপুরীও নবদ্বীপের কথা বলিতে লাগিলেন ২৬৭-৭১ পয়ারে; শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে তিনি একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন এবং শ্রীলজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীমাতার হস্তে ভিক্ষা করিয়াছিলেন; তাহাই তিনি বলিলেন।

২৭১ পয়ারে বিশ্বরূপের কথা বলিতেছেন; সন্ন্যাসের পরে তাঁহার নাম হইয়াছিল শঙ্করারণ্য। **অলপ বয়স**—অল্প বয়স।

২৭২। **এই তীর্থে**—পাণ্ডুপুরে। **সিদ্ধিপ্রাপ্তি**—দেহত্যাগ।

২৭৩। **তেঁহো মোর ভ্রাতা**—সেই শঙ্করারণ্য আমার ভাই।

২৭৫। **তাহাঁ**—পাণ্ডুপুরে। **ভীমরথী**—পাণ্ডুপুরের নিকটস্থ নদীর নাম।

২৭৭। **বৈষ্ণবচরিত**—বৈষ্ণবোচিত চরিত্র যাঁহাদের। সেখানকার ব্রাহ্মণদের সকলের চরিত্রই (অর্থাৎ আচরণই) বৈষ্ণবোচিত ছিল। সেখানকার ব্রাহ্মণ-সমাজেই প্রভু সর্ব্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ শুনিলেন। **কর্ণামৃত**—শ্রীবিল্বমঙ্গলঠাকুর প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-নামক গ্রন্থ। প্রভু কৃষ্ণবেণ্বাতীর হইতে নকল করাইয়া এই গ্রন্থখানি নীলাচলে লইয়া আসেন; তারপর গৌড়ের ভক্তদিগকে ইহার প্রতিলিপি দেন; এইরূপেই বাঙ্গালাদেশে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের প্রচলন হয়।

২৭৯। **শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে**—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিশুদ্ধ প্রেমের জ্ঞান।

২৮০। **সৌন্দর্য্য** ইত্যাদি—সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও কৃষ্ণলীলা—এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকটীর সহিত

ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুথি পাঞা।
মহারত্নপ্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা॥ ২৮১
তাপী-স্নান করি আইলা মাহিষ্মতী-পুরে।
নানাতীর্থ দেখে তাহাঁ নর্ম্মদার তীরে॥ ২৮২
ধনুতীর্থ দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে।
ঋষ্যমুখ-পর্ব্বতে আইলা দণ্ডক-অরণ্যে॥ ২৮৩
সপ্ত তালবৃক্ষ তাহাঁ কানন ভিতর।
অতি-বৃদ্ধ অতি-স্থূল অতি উচ্চতর॥ ২৮৪
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল॥ ২৮৫
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোক কহে—এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার॥ ২৮৬
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম॥ ২৮৭
প্রভু আসি কৈলা পম্পা-সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাহাঁ করিলা বিশ্রাম॥ ২৮৮
নাসিক-ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাহাঁ জন্মিলা গোদাবরী॥ ২৮৯
সপ্তগোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥ ২৯০
রামানন্দরায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥ ২৯১
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া॥ ২৯২
দুই জন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দু' জনার মন॥ ২৯৩
কথোক্ষণে দুই জন সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিয়া॥ ২৯৪
তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুথি দিলা॥ ২৯৫
প্রভু কহে—তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥ ২৯৬
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু-সহ আস্বাদিল—রাখিল লিখিয়া॥ ২৯৭
'গোসাঞি আইলা' গ্রামে হৈল কোলাহল।
গোসাঞি দেখিতে লোক আইল সকল॥ ২৯৮
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজ ঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥ ২৯৯
রাত্রিকালে রায় পুন কৈল আগমন।
দুই জন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ॥ ৩০০
দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রি-দিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে॥ ৩০১
রামানন্দ কহে গোসাঞি! তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিল আমি বিনতি করিয়া॥ ৩০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"অবধি" শব্দের অন্বয়; শ্রীকৃষ্ণের সৌর্য্যের অবধি, মাধুর্য্যের অবধি এবং লীলার অবধি। **অবধি**—শেষ সীমা।

২৮১। ব্রহ্মসংহিতা—পয়স্বিনীতীরে আদিকেশব-মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতা পাওয়া গিয়াছিল (পূর্ব্ববর্ত্তী ২২০ পয়ার)।

২৮৫। প্রভু সাতটী তালগাছকে আলিঙ্গন করা মাত্রেই তালগাছগুলি অন্তর্হিত হইল, তাহারা সশরীরে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। কবি-কর্ণপূরও একথা বলিয়াছেন। মহাকাব্য॥ ১৩।১৭-১৮॥

২৮৭। শ্রীরামচন্দ্র বনবাস-উপলক্ষ্যে যখন দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বাণদ্বারা সাতটী তালগাছকে ভেদ করিয়াছিলেন। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড একাদশ-সর্গে ইহা বর্ণিত আছে।

২৮৯। কুশাবর্ত্ত—গোদাবরী-নদীর উৎপত্তিস্থান।

২৯৪। ইষ্টগোষ্ঠী—কৃষ্ণকথার আলাপন।

২৯৯। ভিক্ষা—আহার।

রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে।
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে ॥ ৩০৩
প্রভু কহে—এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লৈয়া নীলাচলে করিব গমন ॥ ৩০৪
রায় কহে—প্রভু! আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাথি-ঘোড়া-সৈন্যকোলাহল ॥ ৩০৫
দিন-দশে ইহাঁ সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥ ৩০৬
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥ ৩০৭
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিলা গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ ॥ ৩০৮
যাহাঁ যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি ॥ ৩০৯
আলালনাথ আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইলা।
নিত্যানন্দ-আদি নিজ-গণে বেলাইলা ॥ ৩১০
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দরায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥ ৩১১
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥ ৩১২
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সভে পথে লাগ পাঞা ॥ ৩১৩
প্রভু প্রেমাবেশে সভা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সভে করে আনন্দে ক্রন্দন ॥ ৩১৪
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ ৩১৫
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩১৬
প্রেমাবেশে সর্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সভা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে ॥ ৩১৭
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল ॥ ৩১৮
বহু নৃত্য কৈল প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
পাণ্ডাপাল সব আইলা প্রসাদ মালা লৈয়া ॥ ৩১৯
মালা-প্রসাদ পাইয়া তবে প্রভু স্থির হৈলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥ ৩২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩০৩। **সজ্জা**—আয়োজন; যোগাড়।

৩০৫। **মোর সঙ্গে** ইত্যাদি—রামানন্দ-রায় ছিলেন রাজ-প্রতিনিধি; কটক ছিল তাঁহার রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজধানী; রাজ-প্রতিনিধিকে রাজধানীতে যাইতে হইলে (অন্যত্র কোথাও যাইতে হইলেও) তাঁহার পদোচিত গৌরব-রক্ষার নিমিত্ত সৈন্যাদিকে সঙ্গে লইতে হইত। সৈন্যাদির কোলাহলে প্রভু সুখ পাইবেন না বলিয়া রামানন্দ রায় বলিলেন—"প্রভু, তুমি আগে যাও; আমি পাছে আসিতেছি।"

৩১০। আলালনাথে আসিয়া প্রভু কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে পাঠাইয়া শ্রীনিত্যানন্দাদিকে ডাকাইলেন। কৃষ্ণদাস-নামক ব্রাহ্মণ নীলাচল হইতে প্রভুর সঙ্গেই গিয়াছিলেন।

৩১১। **থেহ**—স্থিরতা; স্থৈর্য্য। প্রেমে তিনি অস্থির হইয়া গিয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রেমে থেহ নাহি পায়"-স্থলে "আনন্দ দেহে না আমায়"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। **না আমায়**—আমায় না; ধরে না; স্থান হয় না।

৩১৩। **পথে লাগ পাঞা**—প্রভুও আলালনাথ হইতে নীলাচলে আসিতেছিলেন; আর শ্রীনিত্যানন্দাদি নীলাচল হইতে আলালনাথে যাইতেছিলেন; পথে প্রভুর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল।

৩১৭। **ঈশ্বর-দর্শনে**—শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে।

৩১৯। "বহুনৃত্য"-স্থলে "বহুনৃত্যগীত"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **পাণ্ডাপাল**—পাণ্ডাদের পাল বা দল; পাণ্ডাগণ। "পাণ্ডাপাল"স্থলে "পশুপালক"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। পশুপালক—পাণ্ডা। **প্রসাদমালা**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ এবং প্রসাদীমালা।

৩২০। **স্থির হৈলা**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ-মালা পাইয়া প্রভুর প্রেমাবেশ-জনিত অস্থিরতা প্রশমিত হইল।

কাশীমিশ্র আসি পড়িলা প্রভুর চরণে।
মান্য করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥ ৩২১
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজঘরে গেলা ৩২২
'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্যদিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা ৩২৩
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজ-গণ লৈয়া।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া॥ ৩২৪
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ-সংবাহন॥ ৩২৫
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ৩২৬
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজ-গণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি কৈলা জাগরণ॥ ৩২৭
প্রভু কহে—এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন॥ ৩২৮
এক রামানন্দরায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে—এই লাগি মিলিতে কহিল॥ ৩২৯
তীর্থযাত্রা-কথা এই হৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় বর্ণন॥ ৩৩০
অনন্ত চৈতন্যকথা — কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি॥ ৩৩১
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্য-চরণে পায় গাঢ় প্রেমধন॥ ৩৩২
চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বোল 'হরি হরি' ৩৩৩
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণব শাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম॥ ৩৩৪
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা—অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর॥ ৩৩৫
চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন॥ ৩৩৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩৩৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণ-দেশতীর্থভ্রমণং নাম নবমপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩২৪। **মধ্যাহ্ন করিয়া**—মধ্যাহ্ন-স্নানাদি ও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করিয়া। **নিজগণ**—শ্রীনিত্যানন্দাদিকে।

৩২৫। **পাদসংবাহন**—প্রভুর চরণসেবা।

৩২৮। **তোমা সম**—তোমার (সার্ব্বভৌমের) তুল্য।

৩২৯। **ভট্ট**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। **এই লাগি**—এই নিমিত্ত; রামানন্দ-রায়ের সঙ্গে তুমি আনন্দ পাইবে বলিয়া।

৩৩০। এই পয়ার হইতে গ্রন্থকারে উক্তি আরম্ভ।

৩৩১। **লোভে**—শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা বর্ণন করার লোভবশতঃ। **লজ্জা খাঞা**—বর্ণন করিবার শক্তি নাই, তথাপি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি; এজন্য নিজের অসামর্থ্য-জনিত যে লজ্জা, সেই লজ্জার মাথা খাইয়া; নিজের অসামর্থ্যের জন্য লজ্জিত না হইয়া। **করি টানাটানি**—বর্ণনার শক্তি নাই, তথাপি বর্ণনার চেষ্টা করি।

৩৩৩। **শ্রদ্ধা**—দৃঢ়বিশ্বাস। **ভক্তি**—সম্মান। **মাৎসর্য্য**—পরশ্রী-কাতরতা; অন্যের মঙ্গলের প্রতি দ্বেষ। অমৎসর (পরশ্রী-কাতরতাশূন্য) হইয়া হরিনাম করিলেই নামের ফল পাওয়া যায়।

৩৩৪। **অন্যধর্ম্ম**—হরিনাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম।

৩৩৫। **অগাধ**—অতল। **গম্ভীর**—গভীর, সমুদ্রতুল্য। **স্পর্শি রহি তীর**—প্রভুর লীলারূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিবার (ডুব দিবার) শক্তি নাই; তীরে দাঁড়াইয়া তাহা স্পর্শ করিলাম মাত্র। অতি সামান্য একটু বর্ণনার আভাসমাত্র দিলাম।

৩৩৬। **যতেক বিচারে**—যতই বিচার করিবে।